দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী উপর ফরজ।
ইবনে মাযাহ, হাদিস নং ২২৪
আল-হাদিস

সত্য ও মানবতার পক্ষে অবিচল

মাসিক
নব জ্যোতি
The Monthly Novo Joti

"তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর" সূরা আল-বাকারা, আয়াত-২০৮ আল-কোরআন

রেজিঃ নং-০৬/২০২৫ ॥ বর্ষ ০১ ॥ সংখ্যা ০১ ॥ ৫ অক্টোবর ২০২৫ ॥ ১৬ আশ্বিন-১৫ কার্তিক ১৪৩২ বাংলা ॥ ৮ রবিউস সানি-৮ জুমাদাল উলা ১৪৪৭, ॥ পৃষ্ঠা ৮ ॥ মুল্য- ০৫.০০ টাকা

নোয়াখালী কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় রাজনৈতিক নেতাদের পুজামন্ডপ পরিদর্শন ও নির্বাচনী প্রচারনা

নবজ্যোতি ডেস্ক :
নোয়াখালী (কোম্পানীগঞ্জ- কবিরহাট) সংসদীয় ৫ আসনে রাজনৈতিক দলের নের্তৃবৃন্দের শারদীয় দুর্গাপুজার উৎসবে পরিদর্শন ও নির্বাচনী গনসংযোগ করতে দেখা যায়। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজাতে গত রোববার হতে মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে পাঁচ দিনব্যাপী পূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। আসন্ন ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পূজা উপলক্ষে রাজনৈতিক নেতাদের দুর্গাপূজা পরিদর্শনে ভিন্ন মাত্রাযোগ পেয়েছে। মন্দির-মণ্ডপে সৌহার্দপূর্ন ও সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন নেতা কর্মীরা। তারা কোম্পানিগঞ্জ ও কবিরহাটের (আংশিক) পুজামন্ডপে, নিজ উদ্যোগে পুজা মন্ডপ পরিদর্শন, সনাতনী ধর্মের নের্তৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাত,নিজ তহবিল হতে আর্থিক অনুদান প্রদান করেন। তারা এবারে পূজামন্ডপ গুলোতে আর্থিক অনুদান, মণ্ডপ পরিদর্শন, শুভেচ্ছা ও কুশল আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আস্থা অর্জনের কাজ করেছেন । তাদের লক্ষ্য নির্বাচনে সনাতন ধর্মালম্বীদের ভোট ,এবং নেতাকর্মীদেরকে নিজেদের পাশে রাখার প্রচেষ্ঠা করে যাচ্ছেন। বিএনপির সম্ভাব্য এমপি প্রার্থীগন,গণমাধ্যমকে বলেন,পূজা উপলক্ষ্যে বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান শুভেচ্ছা বার্তা নিয়ে মাঠে নেমেছে নোয়াখালী-৫ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য এমপি প্রার্থীরা।
▶▶ পৃষ্ঠা ৩ এ দেখুন

বসুরহাট বাজারে যানজটে অতিষ্ঠ কোম্পানিগঞ্জ বাসী

নবজ্যোতি ডেস্ক :
নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জের অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র বসুরহাট বাজার। প্রতিদিন হাজারো মানুষের পদচারণায় মুখর থাকে এ বাজার। গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম কেন্দ্র হওয়ায় ভোর থেকেই এখানে ভিড় জমে যায় ব্যবসায়ী, ক্রেতা ও শ্রমজীবী মানুষের। কিন্তু এই প্রাণচাঞ্চল্যের মাঝেই লুকিয়ে আছে এক ভয়াবহ সমস্যা-যানজট। বাজার ঘিরে প্রধান সড়কগুলোতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অটোরিকশা, হোন্ডা, ট্রাক আর হ্যান্ডট্রলির দৌরাত্ম্যে ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে উঠছে চলাচলের পথ। যাত্রী তুলতে অটোরিকশা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যত্রতত্র, রাস্তার পাশে সারি করে রাখা হচ্ছে মোটরসাইকেল, আর মালামাল ওঠানামার জন্য হ্যান্ডট্রলি ও ট্রাক দখল করছে রাস্তার মাঝখান। ফলে প্রতিদিনই সৃষ্টি হচ্ছে দীর্ঘ যানজট। এ যানজট শুধু বাজারে কেনাকাটা করা মানুষদের ভোগান্তির কারণ নয়; বরং প্রভাব ফেলছে প্রতিদিনকার জীবনযাত্রায়। স্কুলগামী শিক্ষার্থীরা দেরি করে পৌঁছাচ্ছে বিদ্যালয়ে, কর্মজীবী মানুষদের সময়মতো কর্মস্থলে পৌঁছানো কঠিন হয়ে
▶▶ পৃষ্ঠা ৩ এ দেখুন

কোনো নেতাকর্মী বিশৃঙ্খলা করবেন না, যারা আমাকে ভালোবাসেন

——— মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম

নবজ্যোতি ডেস্ক :
বিকেলের সূর্য তখনও আকাশে পুরোপুরি অস্ত হয়নি । চারদিকের নেতা কর্মী দের যেন এক অদ্ভুত উত্তেজনা। কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার বসুরহাট বাস স্টেশন হতে মোড়ে মোড়ে হাজারো নেতা-কর্মী ভিড় জমিয়েছে রাস্তায়, যেন ঢল নামল মানুষের। গলায় ফুলের মালা দিয়ে বরন করে নিল কর্মীরা। ঢাকঢোলের শব্দে চারদিক মুখর, স্লোগানে কেঁপে উঠছে বসুরহাট। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যখন নেতার গাড়িবহর দিগন্তরেখা ছুঁয়ে ভেসে এলো, তখন হাজারো নেতা কর্মীর উত্তেজনায় টগবগিয়ে উঠল। হাততালি আর উল্লাসে চারদিক মুখরিত হয়ে গেল। হাজারো কর্মী মিছিলে করে ফখরুল ভাই জিন্দাবাদ, ফখরুল ভাই জিন্দাবাদ বলে শ্লোগানে মাতালো।গতকাল সোমবার ২২ সেপ্টেম্বর কোম্পানীগঞ্জে আসেন, মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম উনার বাসার সামনে, গাড়িতে দাড়িয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে নেতা দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, আসন্ন নির্বাচন আমরা শান্তি পুর্ন চাই,কেউ বিশৃঙ্খলা করবেন না, যারা আমাকে ভালবাসেন,কারো উষ্কানিতে,পা দিবেন না, তিনি সবাইকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান কষ্ট করে আসার জন্য। পরিবারের পক্ষে হতেও শুভেচ্ছা জানান এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক আফতাব আহমেদ বাচ্চু, অধ্যক্ষ আনিসুল হক, সদস্য একরামুল হক মিলন, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য, হারুনুর রশীদ ভুঁইয়া, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মেহেদী হাসান টিপু ।স্বেচ্ছাসেবক দলের
▶▶ পৃষ্ঠা ৩ এ দেখুন

"তারুণ্যের আলো-মানবতার পথচলা"

নবজ্যোতি ডেস্ক :
নীতি কথা-"তারুণ্যের আলো দিচ্ছে ডাক, মানবতার আলো ছড়িয়ে যাক"। এই স্লোগানের ভেতরেই যেন লুকিয়ে আছে এক অনন্য স্বপ্ন, এক অনন্ত যাত্রার দিকনির্দেশনা। তারুণ্য মানে কেবল উচ্ছ্বাস নয়, বরং দায়িত্ববোধ ও সংগ্রামী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। এই শক্তিকে মানবতার কল্যাণে কাজে লাগানোই প্রকৃত জীবনের সার্থকতা। নোয়াখালীর কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার চর ফকিরার বুকে জন্ম নিয়েছে এক অনন্য মানবিক সংগঠন-"মুক্তিযোদ্ধা বাজার তারুণ্যের আলো মানবিক সংগঠন"। ২০২১ সালের ১২ ডিসেম্বর, যে তারিখটি কেবল ক্যালেন্ডারের একটি সংখ্যা নয়, বরং নতুন আলোর জন্মদিন; সেদিনই এই সংগঠনের সূচনা হয়।
সূচনায় যে দীপশিখা
ইতিহাস সাক্ষী, প্রতিটি মহৎ কাজের শুরু হয় এক বা দুইটি অদম্য হৃদয়ের
▶▶ পৃষ্ঠা ৩ এ দেখুন

কোম্পানিগঞ্জে শারদীয় দুর্গাপূজায় জেলা প্রশাসনের পুজামন্ডপ পরিদর্শন

নবজ্যোতি ডেস্ক :
শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে নোয়াখালীর কোম্পানি গঞ্জের চরহাজারী জগন্নাথ মন্দির পরিদর্শন করেন নোয়াখালী জেলা প্রশাসক মহোদয়, জনাব খন্দকার ইসতিয়াক আহমদ, এডিসি মো: ইয়াসিন (রাজস্ব), জেলার পুলিশ সুপার, নোয়াখালী দায়িত্ব প্রাপ্ত সেনাবাহিনীর মেজর , কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ,কোম্পানীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ, এ ছাড়াও উপস্হিত ছিলেন চরহাজারী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ। জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য কর্মকর্তারা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন, সবাইকে
▶▶ পৃষ্ঠা ৩ এ দেখুন

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় জামায়াতে ইসলামী বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি :
জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি, আগামী জাতীয় নির্বাচনে পিআর পদ্ধতি নিশ্চিতসহ পাঁচ দফা দাবিতে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করছে জামায়াতে ইসলামী। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলের বসুরহাট উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে বসুরহাট রুপালী চত্বরে এসে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা জামায়াতে আমীর অধ্যক্ষ বেলায়েত হোসেন, সেক্রেটারী মাওলানা মিজানুর রহমান, বসুরহাট পৌরসভার
▶▶ পৃষ্ঠা ৩ এ দেখুন

কোম্পানীগঞ্জে ৭টি পূজার মণ্ডপ পরিদর্শনে বিএনপি'র নেতা বজলুল করিম চৌধুরী আবেদ

বিশেষ প্রতিনিধি:
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নির্বাহী কমিটির সহ-পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক বজলুল করিম চৌধুরী আবেদ সোমবার (২৯সেপ্টেম্বর) বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ৭টি শারদীয় দুর্গাপূজার মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন।
বিকেল ৪টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত টানা মণ্ডপ পরিদর্শনে অংশ নেন তিনি। এসময় তিনি প্রতিটি পূজামণ্ডপে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করেন এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। পরিদর্শিত মন্দিরগুলো হলো,সিরাজপুর ইউনিয়নের সরকার দিঘীর শ্রী শ্রী শান্তি কালী বাড়ী,যৌগিদিয়ার শ্রী শ্রী জয়কালী মন্দির,কালি বাড়ীর দক্ষিণেশ্বরী কালী মন্দির,চরকাঁকড়ার বৃন্দাবন মহাজন বাড়ীর শ্রী দুর্গা মন্দির,রামপুর ইউনিয়নের শ্রী শ্রী নৃসিংহ মন্দির,মুছাপুর ইউনিয়নের শ্রী শ্রী জয়কালী বাড়ী

মন্দির,রাঁধা মাধব আশ্রম। এসময় মন্দির কমিটির নেতৃবৃন্দ বজলুল করিম চৌধুরী আবেদকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। পরিদর্শনকালে তার সঙ্গে ছিলেন,নোয়াখালী জেলা বিএনপির সদস্য ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির
▶▶ পৃষ্ঠা ৩ এ দেখুন

নোয়াখালী-৫ আসনে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদের শূন্যস্থানের যোগ্য নেতা নুরুল আফসার বাহাদুর

আবদুল্লাহ আল মামুন

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নোয়াখালী-৫ আসনে বিএনপি'র মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ও জনপ্রিয় নাম এখন নুরুল আফসার বাহাদুর। দলীয় নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ ভোটার পর্যন্ত- সবার মুখে একটাই কথা, "বিএনপি'র হাল ধরার জন্য সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য নেতা বাহাদুর ভাই।" গত পাঁচ দিন ধরে তিনি কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলায় একাধিক পথসভা, গণসংযোগ ও পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে অংশ নেন। এ সময় তিনি বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন এবং লিফলেট ও বই বিতরণ করেন। শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়- বাহাদুর ভাই তার মানবিক উদ্যোগের জন্যও আলোচনায়। পূজামণ্ডপে গিয়ে তিনি তারেক রহমানের পক্ষ থেকে পূজারী ও মন্দির কর্তৃপক্ষের হাতে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করেন। স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, "নুরুল আফসার বাহাদুর সত্যিই একজন মানবিক ও আন্তরিক নেতা। তার মতো মানুষ রাজনীতিতে বিরল।"
পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন-
▶▶ পৃষ্ঠা ৩ এ দেখুন

সত্য ও মানবতার পক্ষে অবিচল

মাসিক
নব জ্যোতি
The Monthly Novo Joti

৫ অক্টোবর ২০২৫ ॥ ১৬ আশ্বিন-১৫ কার্তিক ১৪৩২ বাংলা ॥ ৮ রবিউস সানি-৮ জুমাদাল উলা ১৪৪৭ হিজরি শেষ পাতা

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

মোঃ মোশারফ হোসেন
আমির, বসুরহাট পৌরসভা
জামায়াত ইসলাম, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় সম্পাদক মন্ডলী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আব্দুল মতিন লিটন
আহ্বায়ক
বসুরহাট পৌরসভা বিএনপি।

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় সম্পাদক মন্ডলী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আব্দুলাহ্ আল মামুন
সদস্য সচিব
বসুরহাট পৌরসভা বিএনপি।

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

বেগম তাসলিমা আবেদা
ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক
চরপার্বতী সিডিউল কাস্ট উচ্চ বিদ্যালয়

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির প্রতিটি সংখ্যা হোক আলোর যাত্রা।

আলমগীর শিমুল
ইউএসএ প্রবাসী

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির উত্তরোত্তর সাফল্য সমৃদ্ধি কামনা করি।

ওবায়দুল হক খাঁন
সাবেক চেয়ারম্যান
২ নং চরপার্বতী ইউনিয়ন (ইউএসএ প্রবাসী)

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

ফজলুল করিম (ফয়সাল)
সাবেক আহ্বায়ক
কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা যুবদল।

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

জাহিদুর রহমান (রাজন)
সদস্য সচিব
কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা যুবদল।

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির জন্য শুভ কামনা রইল।

জাহিদ উদ্দিন ভূঁইয়া
অফিস সম্পাদক
কোম্পানীগঞ্জ অয়েল ফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ
প্রধান উপদেষ্টা
চরপার্বতী প্রবাসী ফোরাম (ইউএসএ)

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির নিরবচ্ছিন্ন সাফল্য দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এড. মামুনুর রশিদ
সভাপতি
চরপার্বতী সিডিউল কাস্ট উচ্চ বিদ্যালয়

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির প্রতিটি সংখ্যা হোক আলোর যাত্রা।

এ এইচ ফয়সাল
প্রেসিডেন্ট
ফ্লাইজেফির এলএলসি
সাধারণ সম্পাদক
চরপার্বতী প্রবাসী ফোরাম (ইউএসএ)

সুপ্রিয় পাঠক, আপনি হতে পারেন একজন লেখক, ফ্রিল্যান্সার, সংবাদকর্মী

" মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকায় " দেশের নবীন-প্রবীন লেখকদের গল্প, কবিতা, ছড়া নিয়মিত প্রকাশ হতে যাচ্ছে। এছাড়াও **"খোলা জানালা"** পাতায় আপনার এলাকার দর্শনীয় স্থান, উন্নয়ন মূলক ফিচার, আত্মকথা, ভ্রমণকাহিনী, রম্যরচনা, গবেষণা ধর্মী লেখা পাঠাতে পারেন। আমরা যত্ন সহকারে আপনার লেখা ছাপাবো।

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা
পড়ুন, লিখুন, বিজ্ঞাপন দিন

ডাকযোগ/কুরিয়ারে পাঠান:

মো: আল এমরান
সম্পাদক ও প্রকাশক, মাসিক নব জ্যোতি
ঠিকানা: মাহবুব ম্যানশান, মৌলভিবাজার, চরপার্বতী
কদমতলা বাজার, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।
মোবাইল : 01810-620650 (Whatsapp)
01847-206435
ই-মেইল এড্রেস: novojoti4@gmail.com

সম্পাদক ও প্রকাশক - মোঃ আল এমরান, ফেন্সী প্রিন্টিং প্রেস, মাইজদী, নোয়াখালী থেকে মুদ্রিত, বসুরহাট কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত। **প্রধান কার্যালয় :** মাহবুব ম্যানশন চরপাবর্তী, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী, ফোন ঃ ০১৮১০৬২০৬৫০, ০১৮৪৭২০৬৪৩৫, ই-মেইল : novojoti@gmail.com

সম্পাদকীয়

‘আলোর অভিযাত্রায় শুরু হলো-মাসিক নব জ্যোতি’

প্রতিটি সুচনা একেকটি ইতিহাস, প্রতিটি জন্ম একেকটি বিস্ময়। আজ যে মুহূর্তে নব জ্যোতির প্রথম সংখ্যা পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারছি, সেই মুহূর্তে আমার অন্তর ভরে আছে এক অদ্ভুত আবেগে-এ যেন নিজের সন্তানের প্রথম কণ্ঠস্বর শোনা, প্রথম আলোয় তার চোখ মেলতে দেখা। এই ক্ষুদ্র প্রয়াস, এই নবজাতক পত্রিকা, আমাদের স্বপ্ন ও সাহসেরই প্রতিফলন।

আমরা যখন নাম দিয়েছি-নব জ্যোতি, তখন থেকেই যেন আমাদের হৃদয়ে আলোড়ন বয়ে গেছে। এই নামের ভেতরেই আছে অদম্য বিশ্বাস-অন্ধকার যতই দীর্ঘ হোক, শেষমেশ আলো জ্বলে উঠবেই। “নব” মানে নতুনের আহ্বান, আর “জ্যোতি” মানে আলোকবর্তিকা। আমরা চাই এই পত্রিকা হোক সেই আলোর প্রদীপ, যা মুছে দেবে অজ্ঞানতার আঁধার, খুলে দেবে জ্ঞান ও সংস্কৃতির নতুন দ্বার।

প্রথম সংখ্যা প্রকাশের দিন মানেই হাজারো প্রতীক্ষার পর্দা ভেদ করা। প্রতিটি লেখা, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি ভাবনা আমাদের কাছে যেন অনন্ত যত্নে লালিত সন্তান। এই পথে ছিলো সীমিত সামর্থ্য, আর্থিক সংকট, অভিজ্ঞতার অভাব; ছিলো নানান প্রতিকূলতা। কিন্তু স্বপ্ন যখন সত্যিকার হয়, তখন প্রতিবন্ধকতা হার মানে। আজ সেই স্বপ্নই বাস্তবতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে গেছে।

ডিজিটাল যুগে প্রিন্ট মিডিয়া নিয়ে অনেক প্রশ্ন ওঠে। অনেকে বলেন-সবকিছু যখন মুহূর্তে স্ক্রিনে চলে আসে, তখন কাগজে ছাপা পত্রিকার প্রয়োজন কী? কিন্তু আমি বলব-প্রিন্ট মিডিয়া কেবল তথ্যের বাহক নয়, এটি অনুভূতির বাহক। কাগজের গন্ধ, অক্ষরের স্পর্শ, পাতা উল্টে পড়ার আনন্দ-এসবের কোনো বিকল্প নেই। একটি পত্রিকা কেবল পড়া হয় না, এটি স্পর্শ করা হয়, অনুভব করা হয়। পাঠকের সঙ্গে পত্রিকার যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেটি ডিজিটাল মাধ্যমের পক্ষে সম্ভব নয়। এ কারণেই প্রিন্ট সংস্কৃতির আবেদন আজও অক্ষয়, চিরন্তন। আমাদের কাছে নব জ্যোতি নিছক একটি প্রকাশনা নয়, আজকের দিনে প্রিন্ট মিডিয়ার গুরুত্ব একুশ শতক তথ্যপ্রযুক্তির শতক হলেও প্রিন্ট মিডিয়ার মূল্য আজও অপরিসীম। অনলাইন সংবাদ তৎক্ষণাৎ তথ্য দেয় বটে, কিন্তু কাগজে মুদ্রিত শব্দ যে স্থায়িত্ব আনে, যে গাম্ভীর্য রচনা করে-তা তুলনাহীন। একটি ছাপা পত্রিকা হাতে নিলে পাঠকের মনে এক বিশেষ আবেগ জাগে; কাগজের গন্ধ, অক্ষরের স্পর্শ-এ এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

ইতিহাস সাক্ষী, সভ্যতার প্রতিটি পরিবর্তনের দলিল সংরক্ষিত হয়েছে পত্রিকার পাতায়। কোনো একটি বিশেষ দিনের খবর, কোনো বিশেষ মুহূর্তের ছবি বা কোনো প্রবন্ধ-কালক্রমে তা হয়ে ওঠে ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ। গবেষকরা যেমন এর ভেতর খুঁজে পান সময়ের বাস্তবতা, তেমনি সাধারণ পাঠকও খুঁজে পান নিজের সময়ের প্রতিফলন।

আজ ভুয়া তথ্য ও বিভ্রান্তিকর খবরে ভরা ডিজিটাল দুনিয়ায় প্রিন্ট মিডিয়া এখনো তুলনামূলকভাবে বেশি বিশ্বস্ত। সম্পাদকীয় নীতি, যাচাই-বাছাই ও দায়বদ্ধতা প্রিন্ট মিডিয়াকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। তাই প্রিন্ট মিডিয়া কেবল সংবাদপত্র নয়, এটি আস্থা, ইতিহাস ও বিশ্বাসের প্রতীক।

প্রিয় পাঠক

নব জ্যোতি কেবল আমাদের নয়, এটি আপনাদেরও। আপনাদের মতামত, লেখা, অভিজ্ঞতা এবং স্বপ্ন দিয়েই এই পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা পূর্ণতা পাবে। আমরা চাই আপনারা লেখক হয়ে উঠুন, সমালোচক হয়ে উঠুন, পথপ্রদর্শক হয়ে উঠুন। আমরা জানি, প্রথম সংখ্যায় অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। তবুও আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি-প্রতিটি সংখ্যায় আমরা নতুনত্ব আনবো, জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেবো, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরবো।

পত্রিকা মানে কেবল খবর নয়, পত্রিকা মানে চিন্তার অঙ্গন। নব জ্যোতি সেই অঙ্গনকে উন্মুক্ত করতে চায়। আমরা চাই পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগুক, আলোচনার জন্ম হোক, জ্ঞান ও নৈতিকতার আলো ছড়িয়ে পড়ুক।

আমরা চাই নব জ্যোতি শুধু একটি পত্রিকা হয়ে না থেকে এক অনুপ্রেরণার কেন্দ্র হোক। যেন এখানে মানুষ খুঁজে পায় আলোকিত সমাজের স্বপ্ন, মানবতার জয়গান, নৈতিকতার পথনির্দেশ। প্রথম সংখ্যার যাত্রা আজ শুরু হলো। সামনের দিনগুলোয় আপনাদের সহযোগিতা, ভালোবাসা ও প্রার্থনা আমাদের চলার শক্তি হোক। একদিন হয়তো ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে-একটি ছোট্ট পত্রিকার প্রথম সংখ্যাই জ্বালিয়ে দিয়েছিল নতুন আলোর প্রদীপ।

আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

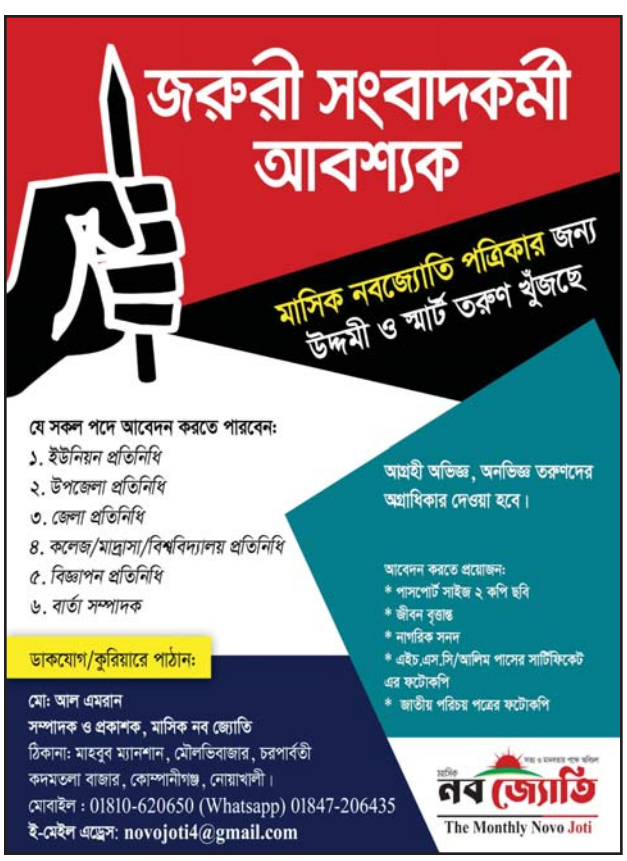

ঈদে মীলাদুন্নবী : মুমিনদের আনন্দ ও খুশির দিন

সাহেবজাদা আল্লামা হাসনাইন আহমদ কাদেরী

ঈদে মিলাদুন্নবী মুমিন মুসলমানদেরে বড় আনন্দের ও খুশির বিষয়। একমাত্র ইবলিশ শয়তান ছাড়া আর কেউ তাতে অখুশি থাকতে পারেনা। ইমাম ইবনে কাসির বিদায়া ওয়ান নেহায়া কিতাবে উল্লেখ করেছেন, ইবলিশ নবিজীর আগমনে খুব কষ্ট পেয়েছিলো, নারাজ হয়েছিলো।

মিলাদুন্নবীর এতই গুরুত্ব যে আল্লাহর নবী স্বয়ং নিজেই তা পালন করেছেন।

মুসলিম শরীফে কিতাবুস সিয়ামের ২৮০৭ নং হাদিসে এসেছে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন জিগ্যেস করা হলো, আপনি সোমবার রোজা রাখেন কেন? তিনি জাওয়াবে বললেন,এই দিনে আমি দুনিয়াতে আগমন করেছি তথা আমার মিলাদ হয়েছে।

এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, মিলাদুন্নবী নফল ইবাদত বা ভালো কাজের মাধ্যমে উদযাপন করার শিক্ষা স্বয়ং আমাদের নবিজী দিয়েছেন।

যারা মিলাদুন্নবী পালনকে বিদাত বলেন, তাদের সামনে যখন এই হাদিস উপস্থাপন করা হয় তখন তারা বলে থাকে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রোজার মাধ্যমে মিলাদুন্নবী উদযাপন করেছেন। তখন আমাদের জাওয়াব হয় রোজার মাধ্যমে হলেওতো মিলাদুন্নবী পালন জায়েজ প্রমাণিত হয়।

তাছাড়া নবীদের জন্মদিন উপলক্ষে ভালো কিছু করার শিক্ষা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সুরা মরিয়মে ১৫ নং আয়াতে এভাবে দিয়েছেন।

(ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম) এর মিলাদ বা জন্মদিনে তাঁর উপর সালাম, আর ইন্তেকালের দিন এবং হাশরের ময়দানে উত্তোলনের দিনেও তাঁর উপর (আমি আল্লাহর) সালাম।

ভালো কাজের মাধ্যমে জন্মদিন উদযাপন সাহাবী ও তাবেয়ীরাও করেছেন। যা ইমাম বোখারী,আদাবুল মুফরাদ, ১২৬৭ নং সহিহ হাদিসে উল্লেখ করেছেন,

তাবেয়ী মুয়াবিয়া ইবনে কুররা (রহ:) বলেন,.?আমার সন্তান ইয়াস জন্মগ্রহণ করলে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একদল সাহাবীকে দাওয়াত করে আহার করাই। তারা দোয়া করলেন। আমি বললাম, আপনারা দোয়া করেছেন। আল্লাহ আপনাদের দোয়ার উসীলায় আপনাদের বরকত দান করুন। আমিও এখন কতগুলো দোয়া করবো এবং আপনারা আমীন বলবেন। রাবী বলেন, আমি তার দ্বীনদারি, জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে তার জন্য অনেক দোয়া করলাম। রাবী বলেন, আমি সেদিনের দোয়ার প্রভাব আজো লক্ষ্য করছি।

এমনকি ইমাম বোখারী এই কিতাবেই জন্মদিন পালনে তিনি দুটো পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন।

"জন্মগ্রহণ উপলক্ষ্যে দাওয়াত পরিচ্ছেদ"

"জন্মগ্রহণ উপলক্ষ্যে দোয়ার পরিচ্ছেদ"।

এমনকি আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পশু জবাই করে নিজের মিলাদ উদযাপন করেছেন, যে হাদিসটাকে ইবনু হাজার হায়তামী, ফাতহুল জাওয়াদ বিশারহিল ইরশাদ ৩/৪৫০ পৃষ্ঠায় হাসান বলেছে । যেমন হাদিস শরিফে এসেছে,

তিনি (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবী হিসেবে প্রকাশ হওয়ার পর নিজের পক্ষ থেকে (আগমনের শুকরিয়ায়) পশু জবাই করলেন।”

সুত্র:- ইমাম হায়সামী -মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৪/৫৯ পৃষ্ঠা, হা/৬২০৩

তাবরানী - মুজামুল আওসাত ১/২৯৮ পৃষ্ঠা হা/৯৯৪;

উপরোল্লিখত হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি বলেন, এখান থেকে বুঝা গেলো, আল্লাহ তায়ালা (আমাদের নবীকে) রহমাতুল্লিল আলামীন হিসেবে সৃষ্টি করে প্রেরণের কারনে আল্লাহর শুকরিয়া ও উম্মতকে শিখানোর জন্য নিজের মিলাদ এইভাবে পালন করেছেন। তাই আমাদের জন্য মিলাদুন্নবী উপলক্ষে একত্রিত হয়ে এইভাবে তাবারুকের ব্যবস্থা করা, এবং বিভিন্ন নেক আমল ও খুশি প্রকাশ বা উদযাপন করা মুস্তাহাব।

সুয়ুতী- আল হাভী লিল ফাতাওয়া ১/২৩০ পৃষ্ঠা;

কেন এটা মুসতাহাব? তার কারন তিনি এই কিতাবের ১/২২৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন,

কারন শরীয়তের বিধান এটাই বলে,রবিউল আউয়ালে মিলাদুন্নবীতে খুশি উদযাপন করা উত্তম। আর ইন্তেকালে শোক প্রকাশ করার বিধান এখানে নেই।

দেওবন্দীদের ফাতাওয়ার কিতাব, ফাতাওয়া ফরিদিয়ার ১ম খন্ডের ৩১৪-৩১৫ পৃষ্ঠায় এভাবে লিখা হয়েছে, ঈদে মীলাদুন্নবীর জুলুসের হুকুম কী? এই প্রশ্নের জাওয়াবে এটাকে জায়েজ বলা হয়েছে।

আশরাফ আলী থানবী সাহেবের লিখিত ইরশাদুল ইবাদ ফি ঈদে মিলাদ এই কিতাবে ৬-৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, তাহলে এমন কোন মুসলমান থাকতে পারে যে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুবারক অস্তিত্বে তথা ওজুদ বাওজুদে খুশি হবে না বা শোকর আদায় করবে না? সুতরাং আমাদের উপর যে বিশেষ অপবাদ আর নিছক মিথ্যা আর বড় বড় অপবাদ আরোপ করা হয়-তাওবা তাওবা, নাউযুবিল্লাহ-যেন আমরা হুজুরে (মিলাদুন্নবী) এর মুবারক জিকির বা এ নিয়ে খুশি হওয়া থেকে মানুষকে বিরত করি-এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অসত্য। হাশা ও কুল্লা! কখনোই না। হুজুরের জিকির তো আমাদের ঈমানের অংশ।”

দেওবন্দীদের আরেক মান্যবর রশিদ আহমদ লুধিয়ানবী,আহসানুল ফাতাওয়া ১/৪৪৭-৪৪৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর মিলাদ (আগমন) অত্যন্ত আনন্দ ও উল্লাসের কারণ, এবং এই আনন্দ কোনো নির্দিষ্ট সময় বা স্থানের সাথে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা প্রতিটি মুসলমানের রগে-রগে মিশে আছে একটুপ পর তিনি আবার লিখেন, যখন আবু লাহাবের মতো অভিশপ্ত কাফিরের ক্ষেত্রেও, মিলাদুন্নবী এর আনন্দের কারণে শাস্তি লাঘব হয়, তখন কোনো উম্মত যদি মিলাদুন্নবী এর আনন্দ করে এবং নিজের সাধ্যানুযায়ী তাঁর ভালোবাসায় ব্যয় করে, তবে কেন সে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে না।

এই একই কিতাবের ১ খন্ডের ৪৪৭ পৃষ্ঠায় রশিদ আহমদ লুধিয়ানবী আবার লিখেছেন।

অতএব যদি কেউ নবিজীর মিলাদ মুজিযা বা গযওয়াত ইত্যাদির আলোচনা ওয়াজ বা দরসের (শিক্ষা/পাঠ) আকারে করেড়বাধ্যগত কোনো রেওয়াজ ছাড়াইড়তাহলে তা হাজারো বরকতের কারণ হবে।”

এমন কি আশরাফ আলী থানবী তাঁর ইশরাদুল ইবাদ কিতাবে ৫-৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

আমরা (১২ রবিউল আউয়াল মিলাদুন্নবীতে) বরকতের পক্ষে। কয়েক লাইন পর তিনি আবার লিখেন,এই তারিখ যদিও বরকতময়, তবে এতে আল্লাহ নবীর জিকির (অর্থাৎ মিলাদুন্নবীর আলোচনা) আরো বাড়তি বরকতের কারণ।”

অতএব কোরআন হাদিস ও বিপক্ষের কিতাব থেকেও প্রমাণ হলো ঈদে মিলাদুন্নবীর আয়োজন বরকতের নাজিলে কারণ । আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝার তাওফিক দান করুন, আমিন।

সাহেবজাদা আল্লামা হাসনাইন আহমদ কাদেরী
চেয়ারম্যান:- ইমাম আজম আবু হানিফা রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ।

শীতের দিনে স্বাস্থ্যসেবা ও সচেতনতা

নব জ্যোতি স্বাস্থ্য ডেস্ক :

বাংলাদেশের ঋতুচক্রে শীতকাল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঋতু। গ্রীষ্মের দাবদাহ শেষে শীতল হাওয়া কিছুটা স্বস্তি নিয়ে এলেও এই সময়ে নানা ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হয়। বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ, এবং দীর্ঘমেয়াদী রোগে আক্রান্ত মানুষদের জন্য শীতকাল প্রায়ই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই শীতের মৌসুমে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে স্বাস্থ্যসচেতনতা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

উষ্ণ পোশাকের গুরুত্ব

শীতকালে শরীর উষ্ণ রাখা সর্বাধিক প্রয়োজন। শিশু ও বৃদ্ধদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল থাকে, তাই তাদের জন্য গরম জামা, মোজা, টুপি, মাফলার, সোয়েটার ব্যবহার অপরিহার্য। অনেকে রাতে পাতলা কাপড় পরে ঘুমান, যা নিউমোনিয়া ও সর্দি-কাশির ঝুঁকি বাড়ায়।

সুষম খাদ্যাভ্যাস

শরীর গরম রাখার পাশাপাশি পুষ্টি পাওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল: কমলা, পেয়ারা, আমলকি রোগ প্রতিরোধে কার্যকর।

গরম খাবার: খিচুড়ি, ভাপা সবজি, স্যুপ, যা শরীরকে উষ্ণ রাখে।

প্রোটিনের উৎস: ডিম, মাছ, মুরগি, ডাল, দুধ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

শক্তিবর্ধক খাবার: বাদাম, খেজুর, মধু শরীরকে শক্তি জোগায়।

মনে রাখতে হবে: “খাদ্যই ওষুধ, আর সঠিক খাদ্যাভ্যাসই শীতের রোগ প্রতিরোধের প্রধান উপায়।”

পানি পানের অভ্যাস

শীতকালে তৃষ্ণা কমে যাওয়ায় অনেকেই পানি কম পান করেন। কিন্তু শরীরের বিপাকক্রিয়া স্বাভাবিক রাখতে প্রতিদিন ৭৮ গ্লাস পানি পান করতে হবে। চাইলে হালকা গরম পানি পান করা যেতে পারে, যা শরীরের জন্য বেশি উপকারী।

রোদে বসা ও ব্যায়াম

সকালে কিছুক্ষণ রোদে বসলে শরীরে ভিটামিন-ডি উৎপন্ন হয়।

নিয়মিত হাঁটা, হালকা ব্যায়াম ও যোগব্যায়াম শরীরকে সতেজ রাখে।

রোদ মানসিক প্রশান্তি দেয় এবং ক্লান্তি দূর করে।

শীতে যেসব কাজ বর্জনীয়

অতিরিক্ত ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করা।

গরম জামা ছাড়া বাইরে বের হওয়া।

ধুলাবালি ও ধোঁয়াযুক্ত পরিবেশে চলাফেরা করা।

অতিরিক্ত ভাজা-পোড়া বা তৈলাক্ত খাবার খাওয়া।

ঠান্ডা সফট ড্রিঙ্কস বা আইসক্রিম খাওয়া।

শীতে সাধারণ রোগ ও প্রতিরোধ

সর্দি-কাশি ও ফ্লু: গরম জামা, হালকা গরম পানি, নিয়মিত হাত ধোয়া।

নিউমোনিয়া: শিশু ও বৃদ্ধদের ঠান্ডা থেকে দূরে রাখা ও গরম পোশাক ব্যবহার।

অ্যাজমা: ঠান্ডা বাতাস ও ধুলো থেকে রক্ষা পেতে মাস্ক ব্যবহার ও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

ত্বকের শুষ্কতা: ময়েশ্চারাইজার বা তেল ব্যবহার করা দরকার।

শিশুদের জন্য করণীয়

শিশুদের বুক, মাথা ও পা ভালোভাবে ঢাকা রাখতে হবে।

কুসুম গরম পানি পান করাতে হবে।

অতিরিক্ত ঠান্ডা বা ধুলোবালির সংস্পর্শ এড়াতে হবে।

বৃদ্ধদের জন্য করণীয়

নিয়মিত ওষুধ খাওয়া অব্যাহত রাখতে হবে।

হালকা ব্যায়াম ও রোদে বসা অভ্যাস করতে হবে। বাতজনিত ব্যথা এড়াতে উষ্ণ পরিবেশে থাকতে হবে।

সামাজিক দায়িত্ব

শীতকাল দরিদ্র মানুষের কাছে কষ্টের সময়। তারা যথেষ্ট গরম কাপড়ের অভাবে ভোগেন। তাই সমাজের সামর্থ্যবানদের উচিত শীতবস্ত্র বিতরণ করা। বিভিন্ন সংগঠন, স্কুল, মাদরাসা ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে।

উপসংহার

শীত যেমন আরামদায়ক, তেমনি এটি স্বাস্থ্যঝুঁকির সময়ও। তবে সচেতনতা, সঠিক খাদ্যাভ্যাস, উষ্ণ পোশাক, পর্যাপ্ত পানি পান, রোদে বসা ও নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে শীতকালকে সুস্থ ও সুন্দরভাবে কাটানো সম্ভব।

শেষকথা: “শীতকে ভয় নয়, বরং সঠিক যত্ন ও সচেতনতার মাধ্যমে শীতকে স্বাস্থ্যকর ঋতুতে রূপান্তর করা যায়।”

শিশুদের জন্য করণীয়

শিশুদের বুক, মাথা ও পা ভালোভাবে ঢাকা রাখতে হবে।

কুসুম গরম পানি পান করাতে হবে।

অতিরিক্ত ঠান্ডা বা ধুলোবালির সংস্পর্শ এড়াতে হবে।

বৃদ্ধদের জন্য করণীয়

নিয়মিত ওষুধ খাওয়া অব্যাহত রাখতে হবে।

হালকা ব্যায়াম ও রোদে বসা অভ্যাস করতে হবে। বাতজনিত ব্যথা এড়াতে উষ্ণ পরিবেশে থাকতে হবে।

সামাজিক দায়িত্ব

শীতকাল দরিদ্র মানুষের কাছে কষ্টের সময়। তারা যথেষ্ট গরম কাপড়ের অভাবে ভোগেন। তাই সমাজের সামর্থ্যবানদের উচিত শীতবস্ত্র বিতরণ করা। বিভিন্ন সংগঠন, স্কুল, মাদরাসা ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে।

শীত যেমন আরামদায়ক, তেমনি এটি স্বাস্থ্যঝুঁকির সময়ও। তবে সচেতনতা, সঠিক খাদ্যাভ্যাস, উষ্ণ পোশাক, পর্যাপ্ত পানি পান, রোদে বসা ও নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে শীতকালকে সুস্থ ও সুন্দরভাবে কাটানো সম্ভব।

“শীতকে ভয় নয়, বরং সঠিক যত্ন ও সচেতনতার মাধ্যমে শীতকে স্বাস্থ্যকর ঋতুতে রূপান্তর করা যায়।”

প্রয়াতের স্মরণসভায় কথামালা
গোলাম কিবরিয়া

আজকের এই শরতের সন্ধ্যায় আমরা যাঁর স্মরণ সভায়
জমায়েত হয়েছি,যাঁর কর্মময় জীবন ও যৌবন নিয়ে
বিনীত উচ্চারণে ব্যস্ত হয়েছি,তাঁকে নিয়ে আমার বিশেষ কিছু বলার নেই।
এখানে সাগ্রহে উপস্থিত হয়েছেন,
জ্ঞানীগুণী, সমাজসেবী, নাগরিক সমাজের কীর্তিমান কর্মীবৃন্দ-
তারা বিশ্বাস করেন, কীর্তিমানের স্মরণেই জন্ম নেয় অনাগত কীর্তিমান। তাই,
লোক ভাড়া করা হল, তাড়া করে আনা হলো দলে দলে,
হল পূর্ণ করা দাওয়াতি দর্শকে ।
গাঁজাখোর যুবারা এলো-অস্থির রক্তিম চক্ষুযুগল,
গৃহহীন নারী এবং বিধবা-ভিখারি এলো, অভুক্ত টোকাই এলো,
চা পিয়াসী ভবঘুরে এলো,কর্মহারা গৃহকর্তা এলো,
পাচাটা কিছু কুকুর এলো কটুগন্ধ মুখে নিয়ে,
চিনতাইকারী এলো কালো চশমা চোখে,
সিএনজি, ট্রাকের চাঁদা আদায়কারী এলো ভয়ানক ব্যস্ততায়,
বিদ্যালয়ের কচি শিশুরা এলো চেঁচামেচি করে,
এলেন ক্ষমতালোভী কতিপয় রাজনীতিপ্রিয় পণ্ডিতবর্গ,
যারা ভীষণ শোকগ্রস্থ ঠিক প্রভুহীন কোন সারমেয় ছানা,
এলেন কিছু কলমযোদ্ধা-গঞ্জিকায় সিদ্ধ কবিকূল।
আমি নিতান্ত নগণ্য পথিক আপনাদের শোকযাত্রায় সাথী হতে পেরে
গর্বিত।আমরা অদ্য বেদনাহত শরাহত হরিণের মতো,
প্রয়াত আত্মার কর্মময় জীবনের স্মৃতিচারণ করে যাচ্ছি,
শোকে মুহ্যমান,
ধসে পড়া পাহাড়ের মতো
বিধ্বস্ত উপস্থিত জনতা।
আমি সামান্য মানুষ, তাঁকে অত জানিনে।তবে এটুকু জানি,
তাঁর হাত দু'খানা ছিলো প্রলম্বিত রাবারের মতো।
তিনি চাকুরী প্রত্যাশিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল বলে
সর্বত্র পরিজ্ঞাত ছিলেন;
কারণ,অফিস তিনিই যথাযথভাবে ম্যানেজ করতে দক্ষ ছিলেন।
অযোগ্যকে যোগ্য প্রমাণ করতে তার জুড়ি মেলা ভার;
মাঝে কিছু লেনদেন হতো-এই যা।তিনি সাধু পুরুষ,
ধার্মিক, দানবীর বলে সবাই জানতেন।
কিন্তু তাঁর দানবীয় কায়দা-কানুন আর কূট-কৌশল
আগামী প্রজন্মের কাছে নিদর্শন হয়ে থাকবে ;
সেসব না বললেই নয়।
তিনি মাদকবিরোধী সংগ্রামের আপোষহীন প্রতিবাদী পুরুষ ; কিন্তু সেই
তিনিই মাদকসেবি দলের নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিলেন। এজন্য যে,
তিনি তাদের শুদ্ধতম মানবিক অনুসারী বলে প্রতিষ্ঠায় ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
তাঁর গুণ ছিলো অগণিত:আপনারা সব জানেন
তিনি ছিলেন লাল পানির মজলিসের মধ্যমণি।
বানের জলের মতো বিলিয়ে যেতেন কাঁচা টাকা
মসজিদ আর মন্দির তার দরদী হাতের ছোঁয়ায় শাদা হয়ে যেতো।
প্রতিবাদী পুরুষের পোড়া ঘর তার ইশারায় পাকা হয়ে যেতো,
তার মৃত্যুতে আমারা হারালাম আমাদের
নিত্য দিনের দৃশ্যমান এক মহান পুরুষ
তা বলে আমাদের ভয়ের কিছু নেই। তিনি রেখে যাচ্ছেন
তাঁর অগণিত অনুসারী, তারা আমাদের আবাসস্থলে প্রয়োজনমত বাঁশ দিবেন,
তাঁর কাজের গতি থেমে যাবার ভয় নেই।যুগ যুগ ধরে আমরা
তাঁর সুস্থির কর্মযোগের ফল ভোগ করে যাবো।
তাঁর বিদেহী আত্মা অমরত্বের পথে এগিয়ে যাবে
আর প্রজন্মের ন্যায্য উপমার শব্দ হয়ে রবে
এই বিশ্বাসের শাশ্বতশক্তি নিয়ে আমরাও
ক্রমাগত কথা বলে যাবো দিনের পর দিন।

কবির অভিষেক
গোলাম কিবরিয়া

একজন কবির অভিষেক হবে, তাই
একদল শব্দভুক নিশাচারী জমায়েত হয়েছে
পাতা ঝরা শীতের বিকেলে। জলপাইয়ের পাতায়
গাঁথা মালা নিয়ে তারা অধীর চিত্তে প্রতীক্ষারত ;
জলপাই তেলে পূর্ণ শিশি হাতে অগণিত অনুরাগী -
তারা পবিত্র তরলে কবিকে স্নান করাবেন। তারা
কবির কবিতার চরণে চরণে শিকল বানাবেন অতঃপর
সমবেত জনতাকে বেঁধে ফেলবেন শক্ত করে।
মেলেটাসের প্রতিচ্ছবি নিয়ে গর্বিত কবি লজ্জাবনত
শিরে আবির্ভূত হলেন; যিনি এনিটাসের হাতে হাত রেখে মাথা তুললেন।
রাজপুরহিত এলেন,অভিষিক্ত কবির বা'পাশে দণ্ডায়মান
হলেন, তিনি অবোধ্য কিছু শব্দ-মন্ত্রে পুত হলেন, তারপর
সীসার পাত্রে রক্ষিত পবিত্র জলপাই তেল বর্ষিত হলো
কবির উন্নত মস্তকে ধীরে ধীরে।শিশি হাতে দাঁড়ানো জনতা
শিশির চিপি খুললেন ; অভিষেকের আয়োজনে
কবিতার পাতা উড়ানো হবে। আগুন্তক কবি প্রেমীগণ
কবির কবিতা নিয়ে প্রজ্ঞাপূর্ণ আলাপে মত্ত হবেন,
লাইকনের ভরাট কণ্ঠস্বর আহবান জানালেন,
তারা আলোচনা করবেন- কবির অমৃতবাণীর বিস্তারণ
ঘটাবেন।শূন্য মঞ্চে লাইকন একা দাঁড়িয়ে উন্মুখ ;
আগুন্তক অগণিত কবিতাপ্রেমী সকলেই কবির
অক্ষয় বাণী ভুলে গ্যাছে।কবিতার অন্দরে তাদের
আনাগোনা নেই ; তাদের বিব্রত মুখে চেয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই
তারা কবিকে চেনে,লাইকনের কাঁধে হাত রাখা কবি
তাদের চেনামুখ ; অভিষিক্ত হচ্ছেন সাড়ম্বরে।

সাঈদের আড্ডাখানায়
গোলাম কিবরিয়া

আজ-কাল আমরা বড্ড বিব্রত জনাকয়েক রাশভারী ভদ্রলোক
সাঈদের ব্যবসার কক্ষে আড্ডা জমিয়ে হালকা হই।
মোবাইলের টাচস্ক্রীনে আঙুল চালাই অবিরাম,
উদ্দেশ্যহীন উদভ্রান্ত পথিকের মতো বারবার চশমা খুলি,
চশমার কাচ ঘষি, দৃষ্টির দীনতায় অবিশ্বাস করি,
সিগারেটে টান দিই অকৃপণ,
তুমুলযুদ্ধ চলে শব্দে শব্দে।
সত্য বচনের বিস্ফোরণে আহত আমরা কিছু জনসমষ্টি,
গৃহবন্দী, স্বেচ্ছা-নির্বাসিত একটি ছোট্ট কক্ষে
দ্বীপান্তরিত কিছু নাবিকের মতো
লবনাক্ত সাগরে সাঁতরে কাহিল
নির্ঘুম রক্তাক্ত চোখগুলো প্রতীক্ষারত শুধুমাত্র একটি
সুন্দর সকালের জন্য।
রাজনীতিজীবী কতিপয় মানবকীট আত্মপ্রসারে নামে
লাইভে এসে কথার ফুলঝুরি ছড়ায়।
আমরা ক'জন বিব্রত ; তাদের গোষ্ঠী দেখি আর কুণ্ঠি
বিচার করি ;অতঃপর আপন মনেই হেঁসে দিই।
বেশ্যালয়ের গল্প নিয়ে রসিক চপল তরুণ স্বপ্নের মতো
কাহিনী বলে যায়;বিস্ফোরিত চোখে
আনাড়ি কতিপয় শ্রোতা তাকিয়ে থাকে অপলক।
অভিজ্ঞ জহুরীর মতো মানুষ চেনে সে ; ভারতবর্ষের
অন্দর ঘুরে সাগর সেঁচে মুক্তা তুলে আনা রাহাগির।
আমরা তার আত্মপ্রত্যয়ী বাণী শুনে যাই
"কামে ভাটা এলে একদিন প্রেমও মরে যায়
মেল-বন্ধনে বন্দী রমণীও থাকে অধরা গোপন
সেদিন দু'জনে ছুঁয়াছুঁয়ি নেই, থাকেনা চুচুকে চুমুক ;
তখন বিষবীর্যের তীব্র ক্ষিধেয় অস্থির পুরুষ পাতক
শান্তির ঘর আগুনে পোড়ায় - মুতা
বিবাহের ছলে কামরাজ্যের পতাকা উড়ায় প্রশান্ত প্রদেশে।"
সে বলে যায় ধীরে, কুরুক্ষেত্রের কাহিনী শুধু কৃষ্ণধনের নয়
পাশে থাকে পাণ্ডবদল, থাকে পরাজিত তপতীতনয়।
পরাভূত সেনাপতি কর্ণও হৃদয়ে স্থান পায়।তবুও
আমরা জোর খাটাই, অস্বীকার করে যাই
মোনাফিক বেহায়ার মতো।
যে পেয়েছে শহীদী মরণ-তাকে ভুলে যাই
যে ছিলো মিছিলের সাথী-সে-ই বীরের তালিকায় নাই
বলো,কখনো কি একাকী হয়েছে মিছিল! একা একা
হয়ছে পুষ্পে জাইগোট! বিপ্লবের ধ্বনি শতকণ্ঠ হতে
ধ্বনিত হয়-অথচ দেখো, আমরা যেনো একাই
করেছি মিছিল, একাই করেছি বিপ্লব-জনবিস্ফোরণ
"সকলমীনের মহামিলনেই মহাসমুদ্রের পূর্ণতা আনে।"
একথা মেনে নিলে ক্ষতি নেই, খেদ নেই মোটেই।
আমরা ক'জন রাশভারী ভদ্রলোক
সাঈদের আড্ডাখানায় সময় কাটাই
মুখোশে ঢেকে রাখি নাক-মুখ
করোনার বীজাণু রুখে দিই সাবধানে,
অথচ আমাদের মন ঢেকে যায় সতত শয়তানি লেবাসে
তাহারে দেখিবার কারো নেই দুটো সাবধানী চোখ।

তিন তিনটে দশক মানে ত্রিশ বছর পরে
গোলাম কিবরিয়া

তিন তিনটে দশক মানে ত্রিশ বছর পরে
হঠাৎ তোমার সগর্ব উপস্থিতি টাচস্ক্রিনে
আমাকে চমকে দিলো। তবে তুমিও কী
খুঁজে ফেরো সেই কাপুরষ-পিছুটান যার
মজ্জাগত। সেদিনের সেই স্বয়ংবর সভায়
তুমি আর আমি।"আমার কিছুই চাওয়ার
নেই-শুধু তুমি ছাড়া।শুধু পাশে রবে এটুকু
দাবী, এটুকু অধিকার চাই। ধর্ম থাক,বর্ণ থাক
পড়ে থাক জাত পাত সব। শুধু তুমি আছো,
তোমায় পাবার গৌরব নিয়ে আমি অনুপ্রভা
নারীশক্তির অক্ষয় রূপ নিয়ে সর্বব্যাপী রবো।"

অদৃশ্য ভয়,ভর করেছিলো বুকে; সরে আসি
তিনটে দশক ধরে সেই অক্ষয় নিবেদন দেখি,
দেখি সেই ক্ষমাহীন চোখের ভাষা। আজ বড়
বেশী বাজে সেদিনের কথা: মানুষ না জেনে
কী করে তুমি ধর্ম বোঝ? তোমার বাক্যবাণের
শব্দ শুনি,দেখি জনশূন্য চৈত্রমাস।ভেসে আসে
সেই কৃষ্ণচূড়ার শব্দ, মাঠের ছায়াঘেরা কোণ
অশ্রুভেজা প্রশ্বাসের শব্দ আসে কানের কাছে
"রেখো পাশে, আত্মনিবেদনে নাই পরিহাস।"
যেদিন বাংলা মাথা উচু করে দাঁড়াবে পৃথিবীমাঝে
সেদিন আমার স্বপ্নের সারথি থামবে নতুন কাজে।
আর কিছু পাই বা না পাই
কোন দুঃখ কোন খেদ নাই।

নীড় হারা
মোঃ আল এমরান

মম হেরি বিভাহরীর নিমজ্জিত ঘোরে
একাকীত্বের লাগবের মায়ার বাঁধন,
নিশি কাটে মায়ায় যন্ত্রনার ভোরে
মাতোয়ারা হয়েছিনু করে সাধন।
নিদ নাহি আঁখিতে তব তরে সখা
দয়ার করুনা চাদরে প্রেমাভাবে দেখা।
জাগতিক বিলাসের না পাওয়ার ঘোর
বিধাতা তবু প্রেমে হয়না কেন মোর?
শূন্যতার দাবানলে আজ আমি ছাই
পূন্যতার ভরা নদীতে ডুবে যেতে চাই।
এক হিয়ার প্রেম কত জনের তরে
প্রভুর প্রেমাভাবে সদায় রেখো জাগরনে।
ভালোবাসার মায়ার বাঁধন চোখের ফলক
রঙ্গীন স্বপ্ন দেহমনে জ্বালায় ঝলক।
নীড় হারা খোঁজে বুজি নীড়ের সন্ধান
যেথায় প্রেম জোয়ারে থাকুক কীর্তি অম্লান।

ভালোবাসা
মোঃ আল এমরান

প্রেয়সী আমার তপ্তহিয়ার
সরোবরে স্নাত বাসনা,
আরাধনার শয্যাশায়ী ক্লান্ত গতর;
নিদ্রাহীন স্পর্শের লীলায় খোঁজে তব তনু।
প্রতি শর্বরী মোহ মিথস্ক্রিয়া সাধ
সাধনা ভজন মাতোয়ারা প্রেয়সী;
সুখের মোহে ভূতলশায়ী প্রকৃতির
লীলাঘর নব সাজে সজ্জিত।
ধরায় বিকশিত বুষ্টিস্নাত প্রকৃতি
নব সাজে সজ্জিত,
আষাঢ়ের প্লাবনে স্রোত ধারা
ভরে উঠে নদীনালা খাল বিল
সাগর মহাসাগর সলিলে;
গ্রীস্মের আগমনে দাবানলে
বসন্তের সৌন্দর্যে মেঘরাশি ঘন ঘাটা।
সলিল বারি অবসাদের নিথর তনু
বার বার ফিরে আসুক ;
দেহত্যাগের হিয়া মোহঘোর রাজ্যে
থাকবে নিঃসঙ্গতার আঁধারে ।

মা
মো: আল এমরান

যন্ত্রণার যাঁতা কলে বিদগ্ধ হিয়া
আমার আকুতি,আমি নিঃস্ব, রিক্ত
অসহায়, আশ্রয়হীন,কোথাও কেউ নেই।
হা-হা কার আঁখির জল ধারা
প্রবাহমান,ঝর্নার স্রোতধারার স্রোতে,
হারিয়েছি আমার আমিত্ব।
মন-ধারা চলছে নিঃস্বত্তার নিঃস্তব্ধে
নীরবতায় বেদনার নীল জলে স্বিক্ত অশ্রু
আমার শূন্যতার কুঞ্জে কেউ নেই।
নিদারুন কষ্ট, বুজাতে,সইতে পারিনা
মহরমের শোকের ক্ষনে আমার মহলে ,
মম শোকাহত হৃদয়, ক্রন্দনে প্লাবিত।
হায় মা,হায় মা,মাতমে আমার আমিত্ব,
গগন,বায়ু,পাহাড়,নদী, সাগর,মহাসাগরে
কান্নার আহাজারি শ্রবনে নিরব নিথর
শুধু ধু-ধু মরুভূমি, হিয়ায় তপ্ত ধারন।
আমার নেই জননী,আলোর প্রদীপ নিঁভিয়ে,
চলে গেলো ঐ দুর গগনের মনিবের আশ্রয়ে।
অমানিশির নিমজ্জিত জীবনে শোক মাতম
শোনার দেখার নেই,কাঁদি জননী আমার,
গাঁয়ের গভীর রজনীর নীরবতায় একাকীত্বে।
মা তব খুঁজি,নিদ আখিঁতে নাহি আসে,
শুধু মা, মা আত্মনাদে বক্ষের ভিতর মাতম
করে প্রহরের পর প্রহর, মা -জননী আমার।

শান্তি নেই রে শান্তি নাই
আবুল হোসেন সিরাজী

শান্তি নেই রে শান্তি নাই,
শান্তি আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

শান্তি নেই রে শান্তি নাই,
মানবতা মানবিক গুণ মনুষ্যত্ব নেই,
তাই কোথাও শান্তি নেই রে শান্তি নাই।

শান্তি নেই রে শান্তি নাই,
পেশিশক্তি ক্ষমতা টাকার কাছে মানুষ বড়ই অসহায়,
শান্তি নেই রে শান্তি নাই।

শান্তি নেই রে শান্তি নাই,
স্বাধীন দেশের নাগরিক,
মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে,
শান্তি নেই রে শান্তি নাই।

শান্তি নেই রে শান্তি নাই,
পরিবারের সমাজে জাতি দেশ----
কোথাও শান্তি নেই রে শান্তি নাই।

শান্তি নেই রে শান্তি নাই,
পৃথিবীর মানুষ গুলো বড়ই স্বার্থপর নিষ্ঠুর,
সুশাসন নেই মৌলিক অধিকার নেই,
শান্তি নেই রে শান্তি নাই।

শান্তি নেই রে শান্তি নাই,
কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষ গুলো বড়ই অসহায়,
শান্তি নেই রে শান্তি নাই।

শান্তি নেই রে শান্তি নাই,
নেই পারিবারিক শিক্ষা নেই ধর্মীয় শিক্ষা এবং নেই সুশিক্ষা,
শান্তি নেই রে শান্তি নাই।

শান্তি নেই রে শান্তি নাই,
চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীর ভয়ে কেউ মুখ খুলে কথা বলে না,
শান্তি নেই রে শান্তি নাই।

পাখির ডাক
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

প্রভাত এলো পাখিদের কণ্ঠে
শুনি কুহু কুহু গান,
তাদের সুরে মোরাও বলি
তুমি রহিম রহমান।

অতিথি পাখি দূর আকাশে
উড়ে যায় দলে উপদলে
তোমার নামে গান গেয়ে;
যায় মধুর সুরেলা সুরে
কিচির মিচির সুরে তারা
গায় তোমার গুণগান।

গাছের ডালে কিচির মিচির
জিকিরে সকাল বেলা,
রবের নামে করে ছুটা ছুটি
ফিরে নীড়ে সন্ধা বেলা।
খোস মেজাজে ভরা পেটে
করে তোমার শুকরান,
তুমি মাবুদ রহিম রহমান।

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের গণ অভ্যুত্থান: অনিবার্যতার প্রেক্ষাপট

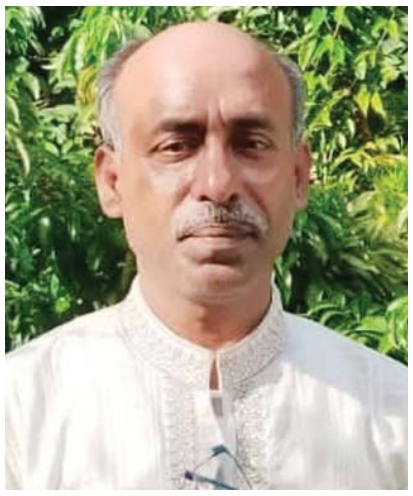

গোলাম কিবরিয়া

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাস একটি যুগান্তকারী অধ্যায় রচনা করেছে। কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে শুরু হয়ে গণ অভ্যুত্থানে রূপ নেওয়া এই আন্দোলনে শেখ হাসিনার দীর্ঘ ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। এই অভ্যুত্থান শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন ছিল না, বরং এটি বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গভীর সংকটের প্রতিফলন ছিল। এই প্রবন্ধে আমরা বিশ্লেষণ করব কেন ২০২৪ সালের এই গণ অভ্যুত্থান অনিবার্য ছিল।

শেখ হাসিনার শাসনামলে ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষয় ঘটে এবং একক ব্যক্তি ও দলের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার বিকাশ ঘটে। নির্বাচনী ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ, বিরোধী দলের উপর নিপীড়ন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং গণমাধ্যমের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের মাধ্যমে একটি স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছিল, যা একটি বিস্ফোরণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

২০১৮ সাল থেকে প্রতিটি জাতীয় নির্বাচন ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। ভোট কারচুপি, বিরোধী প্রার্থীদের হয়রানি এবং নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকার প্রবণতা জনগণের মধ্যে গভীর ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল। এই অবস্থায় রাজনৈতিক পরিবর্তনের স্বাভাবিক পথ বন্ধ থাকায় জনগণের কাছে অভ্যুত্থান ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিলো না।

২০২৪ সালের বাংলাদেশের গণ অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক অসমতা এবং যুব সমাজের হতাশা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণাদায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এই বিষয়টির একটি বিশদ মূল্যায়ন নিম্নরূপ:

অভ্যুত্থানের সফলতা রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অর্থনৈতিক অসমতার মতো বিষয়গুলি সমাধানের উপর নির্ভর করে।[১]দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য একটি মূল সমস্যা হিসেবে বিরাজমান ছিল। এই অসমতা বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ব্যাপক হতাশার জন্ম দিয়েছিল।

পরিসংখ্যানগত তথ্য অনুযায়ী, যুব বেকারত্বের হার ১৬.৮ শতাংশ ছিল, যেখানে পুরুষদের মধ্যে ১৪.৮% এবং মহিলাদের মধ্যে ২২.৭%। [২] আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, ২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী ১৫-২৯ বছর বয়সী যুবদের ৪০ শতাংশই 'নিট' (কর্মসংস্থান, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণে নেই) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ ছিল।[৩]

কর্মসংস্থানের অভাব, সুযোগের অভাব, যুবদের মধ্যে উচ্চ বেকারত্বের হার এবং ঊর্ধ্বমুখী মূল্যস্ফীতি ক্রমাগত উত্তেজনার উৎস ছিল। [৪] ২০২৪ সালের জুলাইয়ের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা চাকরির কোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে, যা ১৯৭১ সালের মুক্তিযোদ্ধাদের বংশধরদের সুবিধা দেয়। অনেক ছাত্র এটিকে অন্যায্য এবং পুরাতন বলে মনে করে।[৫]

আওয়ামী লীগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার নীতির কথা বললেও, অর্থ পাচার, ঘুষ এবং স্বজনপ্রীতির কেলেঙ্কারি সরকারি মন্ত্রীদের তাড়া করে বেড়িয়েছে।[৬] প্রাথমিকভাবে কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলন ক্রমশ একটি ব্যাপক গণ অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। আগস্টের প্রথম দিকে, আন্দোলন একটি রাজনৈতিক সংকটের দিকে বিকশিত হয়, যার ফলে অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। [৭]

অভ্যুত্থানের ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রভাব ছিল। দেশব্যাপী কার্ফিউ এবং প্রতিবাদের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ১.২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তৈরি পোশাক, ইস্পাত তৈরি, ফার্মাসিউটিক্যাল, সিরামিক এবং আউটসোর্সিং ও ই-কমার্স শিল্পগুলি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। [৮]

২০২৪ সালের গণ অভ্যুত্থানে অর্থনৈতিক অসমতা এবং যুব সমাজের হতাশা মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অর্থনৈতিক সমস্যা, বিশেষ করে যুব বেকারত্ব এবং সুযোগের অভাব, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি করেছিল। কোটা সংস্কারের দাবি থেকে শুরু হওয়া আন্দোলন শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিবর্তনের দাবিতে রূপান্তরিত হয়েছিল, যা প্রমাণ করে যে অর্থনৈতিক ন্যায্যতা এবং সুযোগের সমতা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।[৯]

বাংলাদেশের অর্থনীতির পরিসর বৃদ্ধি পেলেও এর সুফল সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছায়নি। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক চাপ এবং বেকারত্বের সমস্যা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে গভীর হতাশা সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে শিক্ষিত তরুণরা চাকরির সুযোগের অভাব এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছিল।

শেখ হাসিনার শাসনামলে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছিল। ব্যাংকিং খাত থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা লুট, মেগা প্রকল্পে অতিরিক্ত ব্যয় এবং দুর্নীতিবাজদের পৃষ্ঠপোষকতা জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। আইনের শাসনের অবক্ষয়, পুলিশি নির্যাতন এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সমাজে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করলেও জনগণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছিল।

আওয়ামী লীগের ১৬ বছরের শাসনামলে (২০০৯-২০২৪) বাংলাদেশের সেবা খাতে দুর্নীতি এক ভয়াবহ মাত্রায় পৌঁছেছিল। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) জরিপ অনুযায়ী, এই ১৫ বছরে (২০০৯-২০২৪) পরিবারগুলো বিভিন্ন সেবা খাত থেকে সেবা নিতে মোট ১ লাখ ৪৬ হাজার ২৫২ কোটি টাকা ঘুষ বা অবৈধ অর্থ প্রদান করেছে।[১০] জরিপে দেখা গেছে যে, পাসপোর্ট সেবায় ৮৬% পরিবার, বিআরটিএ সেবায় ৮৫.২%, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ক্ষেত্রে ৭৪.৫%, বিচার বিভাগীয় সেবায় ৬২.৩%, ভূমি সেবায় ৫১%, স্বাস্থ্য সেবায় ৪৯.১% এবং স্থানীয় সরকারি সেবায় ৪৪.২% পরিবার দুর্নীতির সম্মুখীন হয়েছে।[১১]

সর্বশেষ জরিপে (মে ২০২৩-এপ্রিল ২০২৪) দেখা গেছে যে, ৭০.৯% উত্তরদাতা সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির সম্মুখীন হয়েছে এবং সম্মিলিতভাবে মোট ১০,৯০২ কোটি টাকা ঘুষ প্রদান করেছে।[১২] এ সময় পাসপোর্ট সেবা ছিল সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত খাত। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো, যাদের দায়িত্ব ছিল দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা, তারাই ১৭টি জরিপকৃত সেবা খাতের মধ্যে সর্বোচ্চ দুর্নীতির তালিকায় শীর্ষে ছিল।[১৩] একটি তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মোট ২৩৪ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় ২৮ ট্রিলিয়ন টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে, যার অর্থ বার্ষিক গড়ে ১.৮০ ট্রিলিয়ন টাকা পাচার হয়েছে। [১৪]এই ব্যাপক দুর্নীতি বাংলাদেশের সেবা ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষের কাছে দুর্গম করে তুলেছিল এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মারাত্মক বাধা সৃষ্টি করেছিল।[১৫]

গত ১৫ বছরে শেখ হাসিনা সরকারের আমলে বাংলাদেশ থেকে গড়ে প্রতি বছর ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিদেশে পাচারের তথ্য উঠে এসেছে শ্বেতপত্রে। সেই হিসেবে গত ১৫ বছরে পাচার হয়েছে ২৪০ বিলিয়ন বা দুই লাখ ৪০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। [২৪ নভেম্বর,,২০২৪ সালে প্রকাশিত শ্বেতপত্র]

বিশেষ করে, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের দ্বারা সন্ত্রাস এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাদের আধিপত্য তরুণ সমাজকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। এই পরিস্থিতি ছাত্র সমাজের মধ্যে প্রতিরোধের মানসিকতা তৈরি করেছিল।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের নামে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর আক্রমণ, সংবাদকর্মীদের হয়রানি এবং বিরোধী মতামত দমনের চেষ্টা জনগণের ক্ষোভ বাড়িয়েছিল। প্রশাসনের বাইরেও এলাকা ভিত্তিক বাহিনী গড়ে উঠেছিলো, যারা মানুষকে হয়রানি করতো, অপমান অপদস্থ করতো, মামলায় নাম ঢুকিয়ে দিতো। সরকারের বিরুদ্ধে এমনও অভিযোগ ছিলো যে, সত্য প্রকাশকারীদেরকে গুম করা হতো,খুন করা হতো। সাংবাদিক সাগর রুনি হত্যাকাণ্ড সত্য জানার প্রতিক্রিয়ায় সংঘঠিত হয়েছিলো। অন্যদিকে, সোশ্যাল মিডিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রচেষ্টা তরুণ প্রজন্মকে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ করেছিল। এই সব পদক্ষেপ সরকারের বিরুদ্ধে জনমতকে আরও শক্তিশালী করেছিল।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলো বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং গণতন্ত্রের ক্ষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছিল। নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন, বিরোধী দলের নেতাদের উপর দমন-পীড়ন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই পরিস্থিতি সরকারের বৈধতার সংকট আরও গভীর করেছিল।

২০২৪ সালের জুন মাসে উচ্চ আদালতের কোটা পুনর্বহালের রায় ছিল সেই ফুলকি যা বারুদের স্তূপে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। তরুণ প্রজন্মের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ এবং হতাশা কোটা সংস্কারের দাবিতে প্রকাশ পেয়েছিল। শুরুতে শান্তিপূর্ণ এই আন্দোলন সরকারের নৃশংস দমন-পীড়নের মুখে আরও বড় গণআন্দোলনে রূপ নিয়েছিল।

২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নির্ণায়ক মোড় হিসেবে কাজ করেছিল এবং আওয়ামী লীগের ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়েছে। যা শুরু হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান ও নাতি-নাতনিদের জন্য সরকারি চাকরিতে ৩০% কোটা সংরক্ষণের বিরুদ্ধে ছাত্র প্রতিবাদ হিসেবে, তা পরবর্তীতে একটি পূর্ণাঙ্গ গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিয়ে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করে।[১৬] সরকারি দমন-পীড়ন ও ব্যাপক রক্তপাতের কারণে ছাত্র আন্দোলনটি ব্যাপকতর পরিসরে হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়।[১৭]

সরকারি সহিংসতার বিরুদ্ধে জবাবদিহিতা, ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং প্রধানমন্ত্রী হাসিনাসহ নির্দিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন সম্প্রসারিত হয়। [১৮] এই আন্দোলন "অসহযোগ আন্দোলন" বা "এক দফা আন্দোলন" নামে পরিচিত হয়ে ওঠে, যার একমাত্র দাবি ছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার মন্ত্রিসভার পদত্যাগ।[১৯]

আন্দোলনের রক্তাক্ত পরিণতি ছিল ভয়াবহ। আগস্টের ২ তারিখ পর্যন্ত ২১৫ জনের মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছিল, ২০,০০০-এর বেশি মানুষ আহত এবং ১১,০০০-এর বেশি গ্রেপ্তার হয়েছিল। অনানুষ্ঠানিক হিসাবে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩০০ থেকে ৫০০ জনের মধ্যে।[২০] দেশটির অন্তর্বর্তী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি অনুযায়ী, আন্দোলনের সময় ১,০০০-এর বেশি মানুষ মারা গিয়েছিল, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সবচেয়ে রক্তাক্ত সময় হিসেবে চিহ্নিত।[২১] অবশেষে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট দুপুর ২:২৫ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে তার বোন শেখ রেহানার সাথে হেলিকপ্টারে করে ভারতে পালিয়ে যান।[২২] এভাবে কোটা সংস্কার আন্দোলন শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনের অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

যখন জনগণের ক্ষোভ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং প্রতিদিন শতাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটছিল, তখন সামরিক বাহিনী সরকারের পাশে দাঁড়ানো থেকে বিরত থাকে। এই পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনার পক্ষে ক্ষমতায় টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ৫ আগস্ট ২০২৪ সালে তিনি পদত্যাগ করে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন।

উপসংহার

২০২৪ সালের গণ অভ্যুত্থান একটি অনিবার্য ঘটনা ছিল যার শিকড় ছিল অনেক গভীরে। দীর্ঘমেয়াদী স্বৈরতান্ত্রিক শাসন, অর্থনৈতিক অসমতা, দুর্নীতি, সুশাসনের অভাব এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষয় এই অভ্যুত্থানের ভিত্তি তৈরি করেছিল। কোটা আন্দোলন ছিল শুধুমাত্র একটি উপলক্ষ্য; মূল কারণ ছিল জনগণের দীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা।

এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ প্রমাণ করেছে যে, কোনো শাসক যতই শক্তিশালী হোক না কেন, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন টিকে থাকা সম্ভব নয়। ২০২৪ সালের এই গণ অভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে এবং ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রেখে গেছে।

শিক্ষক, প্রাবন্ধিক, কলামিষ্ট-গোলাম কিবরিয়া

বন্ধু মহল স্পোর্টিং ক্লাব তরুণ প্রজন্মের আলোকবর্তিকা

নব জ্যোতি ডেস্ক :

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরপার্বতী ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে অবস্থিত বন্ধু মহল স্পোর্টিং ক্লাব-একটি নাম, যা শুধু খেলার মাঠেই নয়, বরং সমাজের প্রতিটি তরুণ হৃদয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে অনুপ্রেরণার দীপ্তি। "ক্রীড়াই শক্তি, ক্রীড়াই বল, ক্রীড়াই জাতির মনোবল"-এই বাণীকে মূলমন্ত্র হিসেবে ধারণ করে ক্লাবটি এগিয়ে চলেছে এক অনন্য যাত্রায়।

১০ এপ্রিল ২০২৫ সালে অনুমোদনপ্রাপ্ত এই সংগঠন বর্তমানে ১৯ সদস্যের কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং ১৮ জন উপদেষ্টার সমন্বয়ে এক শক্তিশালী পরিবারে পরিণত হয়েছে। সভাপতি দেলোয়ার হোসেন ফারুক, সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন রাফি এবং কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইব্রাহিম সজীবের নেতৃত্বে সংগঠনটি আজ তরুণদের জন্য এক আলোকিত ক্ষেত্র তৈরি করেছে। উপদেষ্টা হিসেবে আছেন সমাজসেবক আমেরিকার প্রবাসী নুরুল ইসলাম তোহা, যিনি সর্বদা যুবকদের কল্যাণে পাশে থেকেছেন।

মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স

এই ক্লাবের অন্যতম অঙ্গীকার হলো-মাদকমুক্ত সমাজ গড়া। আজকের তরুণরা মাদকের অন্ধকারে হারিয়ে না গিয়ে খেলাধুলার আলোয় উজ্জীবিত হবে, এ বিশ্বাসে ক্লাবের প্রতিটি কার্যক্রম। তারা ঘোষণা দিয়েছে: "মাদকের বিরুদ্ধে কোনো আপস নেই।" এই শ্লোগানেই বেঁচে উঠছে নতুন প্রজন্মের মনোবল।

সমাজসেবায় অনন্য দৃষ্টান্ত

বন্ধু মহল স্পোর্টিং ক্লাব কেবল খেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানবসেবার ক্ষেত্রেও তারা রেখেছে অনন্য নজির। সম্প্রতি ৪৫ পরিবারে ২৩টি ছাগল বিতরণ করেছে ক্লাবটি, যা তাদের আত্মকর্মসংস্থান তৈরির এক সাহসী প্রয়াস। শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রেখেও তারা উদাহরণ সৃষ্টি করেছে-দাখিল পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত দুই মেধাবীকে ক্রেস্ট দিয়ে সংবর্ধনা জানিয়েছে। এমনকি একজন স্থানীয় ইমামের বিদায় উপলক্ষে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করে সমাজে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

ক্রীড়াঙ্গনে গৌরব

খেলাধুলায় অংশগ্রহণ ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার অর্জনের মধ্য দিয়ে ক্লাবের তরুণরা প্রমাণ করেছে-শক্তি ও প্রতিভার সমন্বয়েই তৈরি হয় ভবিষ্যতের সাফল্য। ফুটবল, ক্রিকেটসহ বিভিন্ন খেলায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা কেবল নিজেদের নয়, বরং পুরো এলাকার মর্যাদা বৃদ্ধি করছে।

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা

বন্ধু মহল স্পোর্টিং ক্লাবের স্বপ্ন সীমাবদ্ধ নয় কেবল বর্তমানেই। তাদের লক্ষ্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ, শক্তিশালী ও শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলা। সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, দরিদ্রদের পাশে দাঁড়ানো, মাদকবিরোধী প্রচারণা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড-এসব ক্ষেত্রেই তারা কাজ করবে বলে অঙ্গীকারবদ্ধ।

কাব্যিক অনুভূতি

বন্ধু মহল স্পোর্টিং ক্লাব যেন এক নতুন ভোরের ডাক-
যেখানে তরুণরা খুঁজে পায় জীবনের মানে,
যেখানে খেলাধুলার উল্লাসে মুছে যায় হতাশা,
যেখানে সমাজসেবার আলোয় উজ্জ্বল হয় প্রতিটি হৃদয়।

তরুণদের শক্তি যদি হয় দেশের রূপান্তরের হাতিয়ার, তবে বন্ধু মহল স্পোর্টিং ক্লাব সেই শক্তির অন্যতম দিশারি। এ ক্লাবের প্রতিটি সদস্য যেন এক একটি প্রদীপ, যা অন্ধকারে জ্বলে ওঠে সমাজের আলোকিত ভবিষ্যতের স্বপ্নে।

বন্ধু মহল স্পোর্টিং ক্লাব শুধু একটি সংগঠন নয়; এটি এক প্রাণশক্তির নাম। খেলাধুলার প্রতি ভালোবাসা, সমাজসেবার প্রতি দায়বদ্ধতা এবং মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স-এসব মিলেই ক্লাবটি গড়ে তুলেছে এক ভিন্নধর্মী পরিচয়। আজকের তরুণ প্রজন্ম তাদের পথ ধরে এগিয়ে গেলে একদিন সমাজ হবে আলোকিত, মানবিক ও সুন্দর।

তাদের মূলমন্ত্র যেন প্রতিটি হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়-
"ক্রীড়াই শক্তি, ক্রীড়াই বল, ক্রীড়াই জাতির মনোবল।

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

সাইফুল ইসলাম
ছাত্রনেতা বসুরহাট পৌরসভা
কোম্পানিগঞ্জ নোয়াখালী

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির প্রতিটি সংখ্যা হোক আলোর যাত্রা।

হারুন রশীদ ভুইয়া
উপজেলা আহবায়ক কমিটির সদস্য
কোম্পানিগঞ্জ, নোয়াখালী

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

মুর্শিদ উল্ল্যাহ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
মাদারল্যান্ড ট্রাভেলস এন্ড টুরিজম
ফেনী

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির প্রতিটি সংখ্যা হোক আলোর যাত্রা।

ডাঃ মোহাম্মদ সেলিম
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ)
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্স
কোম্পানিগঞ্জ, নোয়াখালী

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

ডাক্তার মো: আব্দুল কাইয়ুম ফরহাদ
এমবিবিএস পিজিটি মেডিসিন
এক্স অনারারী মেডিকেল অফিসার, শহীদ সোহরাওয়ার্দী
মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির প্রতিটি সংখ্যা হোক আলোর যাত্রা।

পিয়াস চন্দ্র সাহা
ডিস্ট্রিভিউশান ম্যানেজার
ডিস্ট্রিভিউটর অফ বিকাস লি:
বসুরহাট, কোম্পানিগঞ্জ নোয়াখালী

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির উত্তরোত্তর সাফল্য দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

কাজী মো: হানিফ আনসারী
চেয়ারম্যান
২ নং চরপার্বতী ইউনিয়ন পরিষদ, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির উত্তরোত্তর সাফল্য সমৃদ্ধি কামনা করি।

মো: ইকবাল হোসেন
পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক চরপার্বতী
কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির উত্তরোত্তর সাফল্য সমৃদ্ধি কামনা করি।

ওমর ফারুক
সাধারণ সম্পাদক, চরপার্বতী পূর্বঅঞ্চল প্রবাসী ফোরাম

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির প্রতিটি সংখ্যা হোক আলোর যাত্রা।

ডাঃ আফম আব্দুল হক
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য)
এ্যাসিসটেন্ট প্রপেসর
আব্দুল মালেক উকিল মেডিকেল
কলেজ ও হাসপাতাল, নোয়াখালী

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির উত্তরোত্তর সাফল্য সমৃদ্ধি কামনা করি।

আবদুর রহিম
আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক
ডিএএমএস
বসুরহাট, কোম্পানিগঞ্জ
নোয়াখালী

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির নিরবচ্ছিন্ন সাফল্য দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

মো: আব্দুল্লাহ্ আল মামুন
ইউপি সদস্য ৭ নং ওয়ার্ড
২ নং চরপার্বতী ইউনিয়ন, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির প্রতিটি সংখ্যা হোক আলোর যাত্রা।

একরামুল হক (মিলন)
সাবেক সাধারণ সম্পাদক
২ নং চরপার্বতী ইউনিয়ন বিএনপি

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির নিরবচ্ছিন্ন সাফল্য দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

ডাঃ মো: শাহাদাত হোসেন সাগর
এমবিবিএস বিসিএস (স্বাস্থ্য)
কনসালটেন্ট কার্ডিওলজি
উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্স
কোম্পানিগঞ্জ নোয়াখালী

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

ডাঃ মাকসুদা সুলতানা সুরভী
এমবিবিএস বিসিএস (স্বাস্থ্য)
সহকারী সার্জন
কোম্পানিগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে
কোম্পানিগঞ্জ, নোয়াখালী

চেম্বারঃ
কাশেম মেডিকেল হল
পল্লী চিকিৎসক: সাইফুল ইসলাম
এল.এম.এ.এফ, ঢাকা, লোকাল মেডিকেল এন্ড ফ্যামেলী প্লানিং।
সেইফ দ্যা চিলড্রেন থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।
01823-196394, 01850-767537
মৌলভী বাজার, কদমতলা, চরপার্বতী, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।

মানুষের জন্য আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির গুরুত্ব

বিসমিল্লাহির রাহনুমার রাহিম

আসসালামু আলাইকুম, আদাব, সুস্বাস্থ্য সবার কাম্য, পৃথিবীর অন্যতম চিকিৎসা পদ্ধতি গুলোর মধ্যে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি অন্যতম। যা ভারতীয় উপমহাদেশে খ্রীস্টপূর্ব ৫০০০ বছর পূর্বে উৎপত্তি হয়ে ছিল,আয়ুর্বেদিক কথাটির অর্থ জীবন বহন করার দেহ মন ও আত্মার সংযোগ স্থাপিত হয়, ফলে আয়ুর অধিকারী ব্যক্তি ও সচেতন ও সক্রিয় দেহ লাভ করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মানুষের কাছে চিকিৎসার মৌলিক সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষে এই চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। বিশেষ করে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এই চিকিৎসা পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে এদেশে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যবহার ছিল জনপ্রিয়। বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান আবহাওয়া আয়ুর্বেদিক উদ্ভিদ, প্রাণিজ, খনিজ, উপাদান খুবই উপযোগী। এই চিকিৎসা পদ্ধতি আরো উন্নত করে মানুষের দ্বার প্রান্তে সরকারিভাবে ইউনানী ও আয়ুর্বেদি চিকিৎসা সেবা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য জেলা উপজেলায় পর্যায়ে ডাক্তার নিয়োগ দিয়েছেন। আশরাফুল মাখলুক সৃষ্টির সেরা জীব এ জীবকে সুস্থ থাকার জন্য মানুষের সাথে সৃষ্টি করেছেন নানান প্রজাতির কল্যাণকর উদ্ভিদ। জয় করে নিচ্ছে ভালোবাসা। সুস্থ সুন্দর ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হলে গাছ,লতা,পাতার বিকল্প নেই। লৌহ বা লোহা মানব দেহের রক্তের একটি উপাদান। পূর্ণবয়স্ক মানব দেহে ৪-৫ গ্রাম লৌহ বিদ্যমান থাকে। এর মধ্য ৬৫ গ্রাম থাকে হিমোগ্লোবিন।প্রতিনিয়ত প্রায় ৮০০ কোটি লোহিত কনিকা উৎপন্ন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং প্রতিটি লোহিত কণিকা ১২৫ দিন পর্যন্ত জীবিত থাকে, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমকালীন স্থায়ী উন্নয়ন নীতিমালা এবং প্রনয়ন এর বাস্তবায়নের নীতি কৌশল তৈরির লক্ষ্যে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত ও শ্রীলংকার ন্যায় পৃথক দেশীয় চিকিৎসা মন্ত্রণালয় ও আধা দপ্তর স্থাপন করা অত্যাবশ্যক।

‘ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনে করণীয়’

ভূখন্ড, আয়তন, জনগণ ও সাংবিধানিক সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্র জনকল্লান মুলক তখন ই হবে, যখন রাষ্ট্রের কর্ণধার হবে। দেশের প্রতি একনিষ্ঠ, দেশের মানুষের প্রতি মর্মতবোধ ও দয়াদ্র।দেশপ্রেমি আপামার জনসাধারনের দুঃখে দুঃখি ও সুখে সুখি হওয়ার উচিৎ দেশ নের্তৃবৃন্দের। রাসুল করিম (সা:) কে যখন তার দেশবাসী নানাবিধ জুলুম নির্যাতন করে দেশ ত্যাগে বাধ্য করলেন, নবী করিম (সা:) দেশমার্তিকা ছেড়ে যেতে কান্না কণ্ঠে ঘোষণা করলেন এবং স্বয়ং আল্লাহকে সম্বোধন করে বললেন হে আল্লাহ তোমার জালিম বান্দারা আমাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য না করত তবে আমি কভু এদেশ মার্তৃকা ছেড়ে যেতাম না, বলে পিছনে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছেন। এবং অঝরে কান্না করতে থাকলেন।

প্রতিটি নাগরিক অবশ্যই তাকে দেশের জন্য আত্নত্যাগ করতে বদ্ধপরিকর, দেশ সেবাই মহৎ পেশা হিসেবে নিজেকে সঁপে দিতে হবে। কবি বলেন, দরদে দিল কিলিয়ে পয়দা কিয়া ইনসান কো ওয়ার না এতায়াত, কি লিখে কম না থা কারুবিয়া অথাৎ মনষ্য প্রতি ও দেশের প্রতি নীবিড় ভালো বাসায় সিক্ত হতে আল্লাহ মানুষ সৃজন করছেন, নতুবা স্বজাতির রক্ষনা বেক্ষন করার জন্য আল্লাহ অনেক প্রানীই সৃষ্টি করে রেখেছেন।

আদর্শ সমাজ গঠনে নের্তৃত্ব হতে হবে জবাবদেহী মুলক শাসন ব্যবস্থা। আধুনিকরনে ও জবাবদেহী করনে রাসুলুল্লাহ বলেন "হাসবু কারলা আন তুহাসেবু" অর্থ, তোমরা সকলে নিজের হিসেব করো, আল্লাহর কাছে হিসেব দেওয়ার আগে " এতে উন্নত ব্যক্তির মনন ও মানস কভু অন্যের ক্ষতি করতে পারবেনা, জাতি হবে civilzed সভ্য own cultured আত্নসাংস্কৃতিবান, শুধু মানুষ নয়, সকল জীবের প্রতি থাকবে কল্লানের চাপ,এমন জাতি গঠনে তাহলে আমরা বুজতে পারি যে, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট,তথা আন্তরাষ্ট্রীয় গঠনে ইনসাফ ভিওিক হওয়া আশু জুরুরি। আমরা চাই আধুনিকতার ছোয়ায় বিজ্ঞান ও কোরআন সমন্বয়ে এমন ভারসাম্য পুর্ণ balanced সমাজ সৃষ্টি করা যাতে ১৮০০০ মাখলুকাত প্রত্যেক স্ব স্ব গন্ডিতে স্ব স্ব অধিকার, ও ন্যায় পাওনা নিয়ে সম্মানের সাথে বেছে থেকে যার যার স্রষ্টাকে স্বীকার করুক, হীনমন্যতা দুরে থাক,হিংসা মুছে যাক হয়ে যাক ভ্রার্তৃপ্রতিম এক সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা। রাসুলুল্লাহ বলেন,কুল্লুম রাহীন, ওয়া কুল্লুকুম মাছউলিন, আন রাইয়া তিহী, অর্থ, তোমরা সকলে নের্তৃত্ব ধারী প্রত্যেক নের্তৃত্বধারীকে তার অধস্তন ব্যক্তি বর্গের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।

অতপর সুন্দর আদর্শ সমাজ বিনির্মানে জন প্রতিনিধি হতে হবে, বিবেকী আবেগী নয়,থাকতে হবে সততা,ন্যায়ানুগ,সহাবস্থান, জাতি,ধর্ম,বর্ন,নির্বিশেষে ঐক্যমত তাই গঠিত হবে কল্লান রাষ্ট্র মহান স্রষ্টা বলেন, এ দেলু হুয়া আকবারু লিত্তাকওয়া। তোমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করো,যা খোদা ভীতির নৈকট্য পূর্ন,ব্যবস্থা।

ডা: এম এ কাশেম ফরায়েজি
কামিল ডাবল এম.এ বি. এড
Dh.ms,bhb dhaka
হাজারী হাট স্কুল এন্ড কলেজ

আল ফালাহ ফরায়েজিয়া দাখিল মাদ্রাসা নদীবিধৌত জনপদের আলোকবর্তিকা

বিশেষ প্রতিনিধি :

ভূমিকা

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার মৌলভীবাজার ইউনিয়নের চরপার্বতী গ্রাম-একটি নদীবিধৌত, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনপদ। উন্নত শিক্ষার সুযোগ যেখানে স্বপ্নের মতো, সেখানে ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এক আলো ছড়ানো দ্বীনি প্রতিষ্ঠান-আল ফালাহ ফরায়েজিয়া দাখিল মাদ্রাসা। নামটি উচ্চারণ করলেই ভেসে ওঠে আলোর সন্ধান, জ্ঞানের দ্যুতি ও ঈমানের শক্তি। অল্প কিছু কাঁচা-পাকা ঘর, সীমিত অবকাঠামো, আর্থিক সংকট-সবকিছু অতিক্রম করে আজ এই প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে এলাকার মানুষের আশা, ভরসা আর আলোর বাতিঘর।

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট

মাদ্রাসাটির স্বপ্ন দেখেছিলেন মরহুম আবদুল বাকিজ। তাঁর প্রাণের আশা ছিল, নদীবিধৌত অঞ্চলের দরিদ্র ছেলেমেয়েরা যাতে আলোকিত জীবনের পথে পা বাড়াতে পারে। ধর্মীয় জ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই মাদ্রাসা শুধু একটি প্রতিষ্ঠান নয়, বরং একটি আন্দোলন-যা শুরু হয়েছিল নিঃস্বার্থ এক মানুষের স্বপ্ন থেকে। তাঁর প্রয়াণের পরও সেই স্বপ্ন আজ বেঁচে আছে শত শত শিক্ষার্থীর কণ্ঠে, নামাজের কাতারে, পরীক্ষার খাতায়, আর তাদের দীপ্ত চোখের আলোয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক কথায় দ্বিমুখী-দ্বীনি শিক্ষা ও দুনিয়াবি জ্ঞান।

শিক্ষার্থীদের কুরআন-হাদীস, ফিকহ, আকীদা, আরবি ভাষা ও ইসলামী সংস্কৃতিতে দক্ষ করে তোলা। দ্বীন ও দুনিয়ার সমন্বিত জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহভীরু, সৎ ও আদর্শ নাগরিক তৈরি। সমাজে দ্বীনি শিক্ষা প্রচার ও ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি।

আধুনিক জ্ঞানে দক্ষ হয়ে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখা। মুসলিম সন্তানদের ইসলামী জ্ঞান অর্জনের সুযোগ প্রদান।

ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করে ঈমান, আমল ও আখলাক উন্নত করা।

জাতীয় শিক্ষা কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সাধারণ বিষয়েও (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান) দক্ষ করা।

সমাজে ইমাম, শিক্ষক, মুফতি, আলেম ও দ্বীনি নেতৃত্ব গড়ে তোলা।

আত্মনির্ভরশীল ও কর্মমুখী নাগরিক তৈরি।

চরমপন্থা ও কুসংস্কার থেকে দূরে রেখে ইসলামের মধ্যপন্থী শিক্ষা প্রচার।

শিক্ষার পরিবেশ ও কার্যক্রম দুটি টিনশেড ভবন, দশটি শ্রেণিকক্ষ আর একটি অফিস কক্ষে চলছে পাঠদান। রয়েছে একটি টিনের লাইব্রেরি, যদিও বইয়ের সংখ্যা সীমিত। ল্যাব ও কম্পিউটার সুবিধা নেই বললেই চলে। খেলার মাঠ অপর্যাপ্ত হলেও প্রতিবছর আয়োজন করা হয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২৬০ জন। তাদের বেশিরভাগই আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল পরিবারের সন্তান। শিক্ষক সংখ্যা সীমিত হলেও তারা যোগ্যতা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে পাঠদান করছেন। পাঠদান পদ্ধতি বাংলা মাধ্যম, যাতে ধর্মীয় ও সাধারণ উভয় শিক্ষাই সমানভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে।

বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল ও কৃতিত্ব

২০১৭ সালে প্রথমবারের মতো দাখিল পরীক্ষায় অংশ নেয় প্রতিষ্ঠানটি। শুরুতেই শতভাগ পাশের

রেকর্ড গড়ে মাদ্রাসাটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে ভালো ফলাফল করছে শিক্ষার্থীরা। বিশেষ করে ২০২৫ সালের দাখিল পরীক্ষায় শতভাগ পাশের পাশাপাশি দুজন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ অর্জন করে তারা হলেন শামীমুন নাহার ইমু ও নাজিম উদ্দীন। এ অর্জন শুধু মাদ্রাসার নয়, পুরো এলাকার গর্ব।

সামাজিক অবদান ও সেবামূলক ভূমিকা

এই মাদ্রাসার সবচেয়ে বড় অবদান হলো-অসহায় ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে পড়াশোনার সুযোগ প্রদান। দরিদ্র অভিভাবকরা সন্তানদের পড়াশোনার খরচ মেটাতে না পারলেও এখানে তাদের সন্তানরা বিনামূল্যে দ্বীনি ও সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করছে। এ ছাড়া মাদ্রাসাটি সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করা, ইসলামের মধ্যপন্থী শিক্ষা প্রচার এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করতে কাজ করছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ

অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা প্রতিষ্ঠানটির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। ওয়াশরুম ও কমনরুমের মানসম্মত সুবিধা নেই। নেই ল্যাব, নেই কম্পিউটার সুবিধা। লাইব্রেরি কেবল নামমাত্র। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো-এখনো সরকারি পাঠদান অনুমতি পাওয়া যায়নি। পাঠদান অনুমতি চেষ্টা প্রক্রিয়াধিন আছে। ফলে স্বীকৃতি ও উন্নয়ন কার্যক্রম অনেকটাই ব্যাহত হচ্ছে।

আর্থিক সংকট ও সরকারি সহায়তা

শিক্ষার্থীদের বেশিরভাগই দরিদ্র পরিবারের সন্তান। অনেকেই বই-খাতা সংগ্রহ করতে হিমশিম খায়। সরকারি সহায়তা বলতে বছরে একবার কেবল পাঠ্যবই পাওয়া যায়। আর্থিক অনটনের কারণে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এই দুঃখজনক বাস্তবতা প্রতিদিন শিক্ষকদের চোখে পড়ে, কিন্তু কিছু করার সামর্থ্য তাদের হাতে নেই।

পৃষ্ঠপোষকতা ও নেতৃত্ব

এই মাদ্রাসার উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছেন আমেরিকান প্রবাসী হাজি আবদুল মন্নান। তাঁর আন্তরিক আর্থিক সহযোগিতা ছাড়া হয়তো আজ প্রতিষ্ঠানটি টিকে থাকতে পারত না। এছাড়া কার্যকরী কমিটির সভাপতি প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম মানিক দৃঢ় নেতৃত্ব ও তদারকির মাধ্যমে মাদ্রাসাটিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিচ্ছেন। তাঁদের একাগ্রতা ও ত্যাগেই প্রতিষ্ঠানটি আজ পর্যন্ত টিকে আছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

প্রধান শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির লক্ষ্য হলো-

স্থায়ী ভবন নির্মাণ,

পাঠদান অনুমতি সংগ্রহ,

আধুনিক সুযোগ-সুবিধা যুক্ত করা,

একটি মানসম্মত লাইব্রেরি ও কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা,

খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আরও প্রসারিত করা।

তারা বিশ্বাস করেন, একদিন আল ফালাহ ফরায়েজিয়া দাখিল মাদ্রাসা দেশের অন্যতম সেরা দাখিল মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে স্থান করে নেবে।

সমাজের প্রতি আহ্বান

প্রতিষ্ঠানের সভাপতি প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম মানিক বলেন-

“এই মাদ্রাসা শুধু শিক্ষার কেন্দ্র নয়, মানুষের হেদায়েত ও সামাজিক পরিবর্তনের পথপ্রদর্শক। আমরা চাই সবাই এগিয়ে আসুক। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সমাজসেবক ও ধনী শ্রেণীর সহযোগিতা পেলে এই প্রতিষ্ঠান নদীবিধৌত প্রান্তিক জনপদের উন্নয়নের মডেল হয়ে উঠতে পারে।”

তাফসীর মাহফিলের আয়োজন

আগামী শীত মৌসুমে মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজন করা হবে তাফসীরে কোরআন মাহফিল। এখানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামি স্কলার ড. এনায়েত উল্লাহ আব্বাসী। ইতোমধ্যেই এই আয়োজনকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। এমন আয়োজন শুধু ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করে না, বরং সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে এক স্রোতে।

উপসংহার

আল ফালাহ ফরায়েজিয়া দাখিল মাদ্রাসা আজ দরিদ্র মানুষের জীবনে আশার প্রদীপ হয়ে জ্বলছে। সীমিত অবকাঠামো, আর্থিক সংকট ও সরকারি সহায়তার অভাব সত্ত্বেও এ প্রতিষ্ঠান জ্ঞান, নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। এটি প্রমাণ করেছে-সৎ উদ্দেশ্য আর আন্তরিক প্রয়াস থাকলে সীমাবদ্ধতা কোনোদিনই অগ্রযাত্রাকে থামাতে পারে না।

এই প্রতিষ্ঠান শুধু একটি মাদ্রাসা নয়, বরং একটি আন্দোলন-আলোকিত মানুষ গড়ার আন্দোলন। সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ যদি এগিয়ে আসে, তবে একদিন এই মাদ্রাসা হবে নদীবিধৌত জনপদের গর্ব, বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নোয়াখালী কোম্পানীগঞ্জ

প্রার্থী গনের মধ্যে ফারইস্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্সের চেয়ারম্যান , মেট্রো হোমসের মালিক বিএনপি নেতা, জনাব,মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা, কেন্দ্রীয় সহ পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক,জনাব বজলুল করীম চৌধুরী আবেদ, বিএনপির নেতা জনাব, কিসমত উল্যাহ চৌধুরী সিআইপি , সাবেক ছাত্রনেতা জনাব নুরুল আবছার বাহাদুর, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জনাবা, পারভিন কাউছার মুন্নী।মোট পাঁছ জন বিএনপির প্রার্থী পরিদর্শন ও জনসংযোগে প্রচারনা করেন। বিদেশে অবস্থান করায় প্রয়াত ব্যরিষ্টার মওদুদ আহমদের সহধর্মীনী হাসনা জসিম মওদুদ পুজা অনুষ্ঠানে সনাতনীদের শারদীয় শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন। অন্য দিকে জামায়াতে ইসলামীর এমপি প্রার্থী অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হোসেন,তার দলের নেতা কর্মীদের নিয়ে পুজামন্ডপে পরিদর্শন, অনুদান, সনাতন ধর্মালম্বী নেতাদের সাথে সাক্ষাত করেন, শুভেচ্ছা জানান, নোয়াখালী-৫ আসনে বিএনপি'র রাজনৈতিক দলের সম্ভাব্য এমপি প্রার্থীরা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পাশে থেকে জানান দেন সৌহার্দ্যপূর্ন ভ্রার্তত্ব, পরিবেশ সবসময় বজায় থাকার প্রতুশ্রুতী দেন। পূজা উদযাপন পরিষদের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন ,তারা দলের পক্ষে ও দলের তারেক রাহমানের পক্ষে হতে শারদীয় শুভেচ্ছা বার্তা দেন। মন্দির ও মণ্ডপে আর্থিক অনুদান ও সনাতন ধর্মাবলম্বী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নারীদের মাঝে শাড়ি বিতরণ করেন।

নোয়াখালী-৫ আসনে সম্ভাব্য এমপি প্রার্থীরা আর্থিক অনুদান ও উপহার বিতরণের পাশাপাশি নিরাপত্তার বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব কথা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে অবগত করছেন এবং পূজা চলাকালে মন্দির মণ্ডপের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য রাজনৈতিক দলের নেতারা নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা ও কবিরহাট উপজেলার সব ইউনিটের নেতাকর্মীদের সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়েছে।শারদীয় দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু ভোটারদের আকৃষ্ট করতে নোয়াখালী-৫ আসনে বিএনপি ও জামায়েতের ইসলামী এমপি প্রত্যাশীরা নানামুখী তৎপরতা চলছে।

কোম্পানিগঞ্জের বিএনপির ইউনিয়ন পর্যায়ে ও স্থানীয় ওয়ার্ড ভিত্তিক নেতা কর্মীদের মুখে গুঞ্জন শুনা যাচ্ছে, কে হবেন এ আসনের কান্ডারী, দলীয় সিদ্ধান্ত না হওয়ায় অনেক নেতাকর্মীরা নীরব আছেন। তাদের অভিমত, দল যাকে নমিনেশন দেবে তার পক্ষে কাজ করবেন। অন্যদিকে অনেক নেতা কর্মীরা নিজ নিজ পছন্দের নেতার পক্ষ হয়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ড করছেন, কিন্তু দলীয় সিদ্ধান্তে যাকে নমিনেশান দেয়া হবে তিনিই হবেন দলের অভিভাবক । এ জন্য অপেক্ষা করছেন দলের নেতা কর্মীরা, বিএনপি ছাড়া কোম্পানীগঞ্জ জামায়াতে ইসলামী একক প্রার্থী হওয়ায় তাদের নির্বাচনী কাজ অনেকটা এগিয়ে আছে মনে করেন সাধারন ভোটারগন।

বসুরহাট বাজারে যানজটে

পড়ছে। ক্রেতারা কেনাকাটার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে, অনেকেই মাঝপথে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। সবচেয়ে মারাত্মক দিক হলো-জরুরি সেবার যানবাহন, বিশেষ করে অ্যাম্বুলেন্স, যানজটে আটকে যায় প্রায়ই, যা হতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনার কারণ। বাজারের আশপাশে নির্দিষ্ট পার্কিং ব্যবস্থা নেই। ফলে অটোরিকশা, মোটরসাইকেল ও ট্রাক চালকরা সুবিধামতো জায়গায় গাড়ি রেখে চলে যায়। আবার বাজারে ট্রাফিক পুলিশের পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণও চোখে পড়ে না। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা মাল খালাসের সুবিধার জন্য ট্রাককে বাজারের ভেতর ঢুকতে দেয়, যা সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলছে। বাজারের বাইরে অটোরিকশা ও হোন্ডার জন্য নির্দিষ্ট স্ট্যান্ড স্থাপন করতে হবে। পণ্যবাহী ট্রাকের প্রবেশের সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে-ভোর বা গভীর রাতে। হ্যান্ডট্রলি ও ভ্যানের জন্য বাজারের ভেতরে আলাদা লেন চিহ্নিত করা যেতে পারে। নিয়মিত ট্রাফিক পুলিশ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় ব্যবসায়ী, চালক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। বসুরহাট বাজার শুধু একটি ব্যবসাকেন্দ্র নয়; এটি কোম্পানীগঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক হৃদস্পন্দন। কিন্তু যানজটের এই অরাজকতা প্রতিদিন এ বাজারের প্রাণচাঞ্চল্যকে ম্লান করে দিচ্ছে। তাই এখনই যদি স্থানীয় প্রশাসন, বাজার কমিটি ও পরিবহন শ্রমিকরা সম্মিলিত উদ্যোগ না নেয়, তবে ক্রমেই মানুষের ভোগান্তি বাড়তে থাকবে। সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে বাজারকে যানজটমুক্ত করা গেলে বসুরহাট আবারও ফিরে পাবে তার ঐতিহ্য ও প্রাণশক্তি।

কোনো নেতাকর্মী বিশৃঙ্খলা করবেন

যুগ্ম সাধারন সম্পাদক মহিন উদ্দিন ছোটন,গোলাম হায়দার শাহীন, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক তাজুল ইসলাম চৌধুরী স্বপন, যুগ্ম আহ্বায়ক নাছের মেম্বার,সদস্য সচিব আবুল বাশার,উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এএইচএম আজিজ আজমীর ।,আজিজুল হক রাজু,চরপার্বতী ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সাধারন সম্পাদক মাইন উদ্দিন, উপজেলা যুবদলের সদস্য মোঃ সবুজ,চরকাঁকড়া ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি কামরুল ইসলাম ,চরফকিরা ইউনিয়ন বিএনপি নেতা হাজী শাহজাহান, বিএনপি নেতা শিহাব উদ্দিন রিপন, শোডাউনে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিল, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন নতুন বার্তা মনে করছেন সচেতন কোম্পানিগঞ্জ বাসী।

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় জামায়াতে

জামায়াতের আমীর মাওলানা মোশাররফ হোসাইন প্রমূখ। তারা দাবি করেন, ফ্যাসিবাদী নির্বাচনী ব্যবস্থা বিলুপ্তি করতে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন এবং লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করার বিকল্প নেই।

কোম্পানিগঞ্জে শারদীয় দুর্গাপূজায় জেলা

পূজার শুভেচ্ছা জানান, পূজার দায়িত্বশীল নের্তৃত্ববৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন,আইনশৃঙ্খলার সকল বিষয়ে খোঁজ খবর নেন, সবাইকে ধন্যবাদ জানান। উপজেলার বসুরহাট কেন্দ্রীয় শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দির কমপ্লেক্স ও পরিদর্শন করেছেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোঃ ইয়াছিন। বুধবার (১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় তিনিএ পরিদর্শনে যান।পরিদর্শনকালে তার সঙ্গে ছিলেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তানভীর ফরহাদ শামীম। এসময় মন্দির কমপ্লেক্সে পূজা উদযাপন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেন,অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক,স্থানীয় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি পূজার সার্বিক প্রস্তুতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। প্রশাসনের এ উদ্যোগে পূজা উদযাপন নির্বিঘ্ন ও সুষ্ঠু হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন স্থানীয় পূজা উদযাপন কমিটির নেতৃবৃন্দ।

কোম্পানীগঞ্জে ৭টি পূজার মণ্ডপ পরিদর্শনে

সাবেক আহ্বায়ক নুরুল আলম শিকদার, নোয়াখালী জেলা বিএনপির সদস্য ও বসুরহাট পৌরসভা বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুল মতিন লিটন,কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব মাহমুদুর রহমান রিপন,বসুরহাট পৌরসভা বিএনপির সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল মামুন,পৌর বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি মমিনুল হক উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক ফজলুল কবির ফয়সাল ও সদস্য সচিব জাহিদুর রহমান রাজন,পৌরসভা যুবদলের আহ্বায়ক ওবায়দুল হক রাফেল, যুবদল নেতা জাহেদ হোসেন শাহেদ স্বেচ্ছাসেবক দলের উপজেলা আহ্বায়ক শামসুদ্দিন হায়দার, পৌরসভা স্বেচ্ছাসেবক উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সদস্য সচিব নুর উদ্দিন রুবেলসহ বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এ সময় বজলুল করিম চৌধুরী আবেদ বলেন, "সকল ধর্মের মানুষের সম্প্রীতির বন্ধন এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বিএনপি সবসময় ধর্মীয় সহাবস্থানকে গুরুত্ব দেয়।

নোয়াখালী-৫ আসনে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদের

"আমরা বিএনপি থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী। আমাকে মনোনয়ন দিলে আমি সঠিকভাবে আপনাদের সঙ্গে থেকে দলের জন্য কাজ করব।

যদি অন্য কাউকে দল থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়, তবুও আমরা সবাই একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নির্বাচন সম্পন্ন করব।" তার এই বক্তব্যে স্থানীয় জনগণ ও দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে। অনেকে বলছেন, "দলের প্রতি এমন শ্রদ্ধাশীল ও ঐক্যের বার্তা দেওয়া প্রার্থী খুব কমই আছেন।" রাজনৈতিক জীবনে কলঙ্কমুক্ত থাকার কারণে নুরুল আফসার বাহাদুর এখন অন্যদের থেকে একধাপ এগিয়ে।

স্থানীয়দের ভাষায়-

"অন্যান্য প্রার্থীদের বিরুদ্ধে সমালোচনা থাকলেও বাহাদুর ভাই সর্বদা নিজেকে সৎ, পরিচ্ছন্ন ও ত্যাগী রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রমাণ করেছেন।"

তার মাঠে নামার পর বিএনপি'র অভ্যন্তরে কিছু প্রার্থী নানাভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও জনগণ নির্ভর করছে বাহাদুর ভাইয়ের ওপর।

একজন দলীয় কর্মী বলেন, "মুখ দেখেই মানুষকে চেনা যায়। বাহাদুর ভাইয়ের হাসিমাখা মুখ বলছে-তিনি জনগণের জন্য নিবেদিত প্রাণ নোয়াখালী-৫ আসনটি কবিরহাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নিয়ে গঠিত। এই আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ছিলেন প্রয়াত ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ। তার শূন্যস্থানে সাংবাদিক কলামিস্ট ও রাজনীতিবি দ কে যোগ্য মনে করেছেন এলাকাবাসী। দীর্ঘদিন ধরে জিয়া পরিবার ও কেন্দ্রীয় বিএনপি'র ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে রাজনীতি করছেন নুরুল আফসার বাহাদুর। দলের কঠিন সময়ে সংগঠন টিকিয়ে রাখতে গিয়ে তিনি ১৩ দিন 'আয়না ঘরে' আটক ছিলেন। পরে তারেক রহমানের সহায়তায় চিকিৎসা পেয়ে সুস্থ হন। দুই বছর দৃষ্টিহীন থেকেও তিনি দলীয় কর্মসূচি চালিয়ে যান। আওয়ামী লীগ আমলে তিনি ঢাকা-১০ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন, তবে বিএনপি নির্বাচন বর্জন করায় স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ান। তিনি পদ-পদবির লোভ না করে বরং দলের জন্য সুপারিশ ও সহযোগিতায় আত্মনিয়োগ করেন।

জনআস্থা ও জনপ্রিয়তা

বর্তমানে নোয়াখালী-৫ আসনের সাধারণ ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নুরুল আফসার বাহাদুরের পাশে রয়েছেন। তার সততা, ত্যাগ ও সাহসিকতা তাকে অন্য প্রার্থীদের থেকে আলাদা করেছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন,

"মনোনয়ন প্রত্যাশীদের ভিড়ে নুরুল আফসার বাহাদুর এখন বিএনপি'র সবচেয়ে জনপ্রিয়, গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য নেতা।"

ভোটাররা বিশ্বাস করেন, বাহাদুর ভাই নির্বাচিত হলে নোয়াখালী-৫ আসনে উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

স্থানীয় বাসিন্দা শফিকুল ইসলাম বলেন,

"নুরুল আফসার বাহাদুর শুধু রাজনীতিক নন, তিনি মানুষ হিসেবে দুর্দান্ত। তার হাতেই বিএনপি'র হাল সবচেয়ে নিরাপদ। সব মিলিয়ে নোয়াখালী-৫ আসনে বিএনপি'র হাল ধরার জন্য সর্বাধিক জনপ্রিয়, গ্রহণযোগ্য ও সৎ নেতা হিসেবে নুরুল আফসার বাহাদুর এখন জাতীয় রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছেন। তার নেতৃত্বে বিএনপি নতুন উদ্যমে মাঠে ফিরছে-এমনটাই মনে করছেন স্থানীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

"তারুণ্যের আলো-মানবতার পথচলা"

সাহসী স্বপ্ন দিয়ে। সেদিনও তাই হয়েছিল। স্বপ্নবাজ তরুণেরা-ছানা উল্লাহ সম্রাট, ছায়েদুর রহমান শুভ, আবুল কাশেম মেহরাজড়নতুন কিছু করার অঙ্গীকার নিয়ে একত্রিত হয়েছিলেন। তাঁদের স্বপ্নকে শক্ত হাতে ধরলেন সভাপতি আমির হোসেন জাহিদ, সাধারণ সম্পাদক ছানা উল্লাহ সম্রাট এবং সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কাশেম মেহরাজ। এভাবেই গড়ে ওঠে মানবতার বাতিঘর, যে বাতিঘর আজও আলো ছড়িয়ে চলেছে চারপাশে।

সেবার রূপকথা

মানবিকতার চাদরে ঢাকা এই সংগঠনের কার্যক্রম যেন কবিতার মতো বোনা। রক্তদান কর্মসূচি দিয়ে শুরু হয় সেবার মহাকাব্য। অসংখ্য প্রাণ ফিরে পেয়েছে নতুন জীবন তাঁদের দেওয়া এক ব্যাগ রক্তে। শুধু রক্তদান নয়, সারা দেশে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের ক্যাম্পেইন যেন মানুষের মাঝে জাগিয়েছে নতুন সচেতনতা।

প্রকৃতির প্রতি মমতা দেখিয়ে তারা আয়োজন করেছে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। কারণ তারা জানে, বৃক্ষ শুধু ছায়া দেয় না, দেয় অক্সিজেন, দেয় জীবন।

অসহায় ও দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানোই তাঁদের মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য তারা নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছেড়গ্রামে গ্রামে টিউবওয়েল বসিয়ে। শীতের কনকনে রাতে যখন দরিদ্র মানুষ কাঁপতে থাকে, তখন "তারুণ্যের আলো" পৌঁছে যায় শীতবস্ত্র নিয়ে। আবার রমজান এলে ইফতার ও ঈদ সামগ্রী পৌঁছে দেয় সুবিধাবঞ্চিত পরিবারগুলোর হাতে। এ যেন উৎসবের আনন্দ সবার মাঝে ভাগ করে নেওয়ার অঙ্গীকার।

স্বাস্থ্য, মানবতা আর সাহস

সংগঠনটির অন্যতম উদ্যোগ হলো চিকিৎসা প্রকল্প। অভাবের কারণে যারা চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়, তাদের জন্য খোলা হয়েছে সেবার দুয়ার। পাশাপাশি, জরুরি সংকটে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে ত্রাণ বিতরণে। বন্যা, ঝড় কিংবা অন্য কোনো দুর্যোগড়মানবতার এই সৈনিকরা তখনও নিরলস পরিশ্রম করে মানুষের মুখে হাসি ফোটায়।

সামাজিক অঙ্গীকার

"তারুণ্যের আলো" শুধু সেবায় নয়, সামাজিক সচেতনতার ক্ষেত্রেও অগ্রণী। জাতীয় দিবসে অংশগ্রহণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি, ইফতার মাহফিল আয়োজনড়সবকিছুতেই রয়েছে সজীব প্রাণচাঞ্চল্য। তাদের প্রতিটি উদ্যোগ যেন একেকটি কবিতা, যেখানে ছন্দ হলো মানবতা, আর রূপক হলো তারুণ্যের দীপ্তি।

নেতৃত্বের আলোকবর্তিকা

কোনো সংগঠন নেতৃত্ব ছাড়া অচল। আর এখানেই "মুক্তিযোদ্ধা বাজার তারুণ্যের আলো"র শক্তি নিহিত। সভাপতি আমির হোসেন জাহিদের প্রজ্ঞা, সাধারণ সম্পাদক ছানা উল্লাহ সম্রাটের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কাশেম মেহরাজের দক্ষ সমন্বয়-সব মিলেই এই সংগঠন আজ সাফল্যের শিখরে। তাঁরা প্রমাণ করেছেন, সৎ উদ্দেশ্য আর নিষ্ঠা থাকলে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়।

মানবতার মহাকাব্য

বাংলার মাটিতে অসংখ্য সংগঠন জন্ম নেয়, আবার অনেকেই হারিয়ে যায় সময়ের স্রোতে। কিন্তু "তারুণ্যের আলো" ভিন্ন। কারণ তাদের মূলমন্ত্র হলোড়মানবতা। এখানে নেই ব্যক্তিস্বার্থ, নেই ক্ষমতার লড়াই। এখানে আছে কেবল নিঃস্বার্থ সেবা, মানুষের প্রতি অগাধ ভালোবাসা।

মানুষ যখন রক্তের জন্য হাহাকার করে, তখন তারা আসে জীবন বাঁচাতে। মানুষ যখন শীতে কাঁপে, তারা আসে উষ্ণতা বিলাতে। মানুষ যখন ক্ষুধায় কাতর হয়, তারা আসে রুটি-ভাত ভাগ করে দিতে।

ভবিষ্যতের পথচলা

আজ তারা নোয়াখালীতে সীমাবদ্ধ নয়, ছড়িয়ে পড়ছে সারাদেশে। আগামী দিনে এই সংগঠন হতে পারে নতুন প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয় এক দৃষ্টান্ত। মানবতার এই পথচলা থেমে থাকুক কেন? তারা স্বপ্ন দেখে, একদিন বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি মহল্লায় জেগে উঠবে তারুণ্যের আলো।

কবিতার মতো সংগঠন

"তারুণ্যের আলো" কোনো সাধারণ সংগঠন নয়; এটি এক জীবন্ত কবিতা। প্রতিটি রক্তদান একটি স্তবক, প্রতিটি বৃক্ষরোপণ একটি রূপক, প্রতিটি ত্রাণ বিতরণ একটি ছন্দ। মানবতার প্রতিটি প্রয়াসে এরা যেন কবির কলমে লেখা অমর কবিতা।

শেষকথা

সমাজ বদলাতে শক্তিশালী অস্ত্র হলো তরুণের উদ্যম। মুক্তিযোদ্ধারা যেমন লড়েছিলেন অস্ত্র হাতে, আজকের তরুণেরা লড়ছে ভালোবাসা হাতে। "তারুণ্যের আলো" প্রমাণ করছেড়যেখানে তারুণ্য আছে, সেখানেই আশা আছে।

নীতি কথার মতোই তাদের যাত্রাপথ হোক অনন্তড় "তারুণ্যের আলো দিচ্ছে ডাক, মানবতার আলো

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

মোঃ মাহবুবুল হক
উপদেষ্টা
মাসিক নব জ্যোতি, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

আরিফুল ইসলাম
প্রধান সমন্বয়ক, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন নোয়াখালী জেলা

শুভেচ্ছা

মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পত্রিকাটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

মাঈন উদ্দিন
সাবেক সাধারণ সম্পাদক
২ নং চরপার্বতী ইউনিয়ন যুবদল